বৈপ্লবিক সংস্কারক ও হাদীস বিজ্ঞানী

শাইখ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

فتنة التكفير

ফিতনাতুত তাকফির

মুসলিমকে কাফির বলার ফিতনা

ECS

Education Center Sylhet

বৈপ্লবিক সংস্কারক ও হাদীস বিজ্ঞানী

শাইখ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

রচিত

Fitnatut Takfir

فتنة التكفير

ফিতনাতুত তাকফীর

বা

মুসলিমকে কাফির বলার ফিতনা

এবং

শায়েখ আলবানী ও জিহাদ গ্রুপের বিতর্ক

অনুবাদ

কামাল আহমদ

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ আবু তাহের

দাওরা (হাদীস), দাওরা আত্ তাদরীবিয়্যাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
মদীনা ডিপ্লোমা. উচ্চতর আরবী সাহিত্য, কামিল (ফিক্হ),
বি.এ.অনার্স (হাদীস), এম.এ. (হাদীস), এম, ফিল ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

মোবাঃ ০১৯১৪ ৯৪০ ৫৫৬, ইমেইলঃ Taher-quran@yahoo.com

প্রকাশনায়ঃ

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)।

পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট।

মোবাইলঃ ০১৭১২ ৬৬ ৮৩ ৪৫

ইমেইলঃ ecs.sylhet@gmail.com

প্রথম প্রকাশ	ঃ	মে ২০১০ইং
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	ই.সি.এস কম্পিউটার্স, সিলেট।
মূদ্রণ	ঃ	---------
মূল্য	ঃ	২০/= টাকা

....

Author	:	Shaikh Nasiruddin al-Albaanee
Transalet By	:	Kamal Ahmed
Edit By	:	Md. Abu Taher
Published By	:	Education Center Sylhet (ECS)
Price	:	20/= Taka only

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد —

মহান রব্বুল 'আলামীন সমীপে লাখে-কোটি শুকরিয়া, এ যামানার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর অন্যতম আলোচিত গ্রন্থ 'ফিতনাতুত তাকফীর' বাংলা ভাষা ভাষীদের সামনে তুলে দিতে পেরেছি, ফালিল্লাহিল হামদ। এ গ্রন্থটি তাঁর বিরোধী পক্ষের কাছে দারুণভাবে সমালোচিতও হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে মুরজিয়া[১] হবার অপবাদও দিয়েছেন। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, যেসব মুসলিম শাসক নিজ নিজ দেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করছে না, তারা কি কেবল এ কারণেই সুস্পষ্টভাবে মুরতাদ-কাফির? নাকি তাদের এই কার্যক্রমের কারণে পরিস্থিতি বিশেষে তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত পাপী মুসলিম (সালাত ক্বায়েমের শর্তে)? আবার পরিস্থিতি বিশেষে (দ্বীনের ছোট বা বড় বিষয়কে অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা বিরোধিতার কারণে) সুস্পষ্ট মুরতাদ-কাফির? এ পর্যায়ে মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের ব্যাপারে ঢালাওভাবে কোন কোন মহল সুস্পষ্ট কাফির ও তাদের রক্ত হালাল হওয়ার ফাতওয়া জারী করে ক্ষমতা দখলের নানাবিদ তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এ ফাতাওয়া জারী হওয়ার মূলে রয়েছে, কুরআনের শাব্দিক অর্থকে ব্যবহার। পক্ষান্তরে এর প্রয়োগিক অর্থ সাহাবাগণ (রা.) এবং পরবর্তী ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ (সালফে- সালেহীনগণ) কিভাবে নিয়েছিলেন তা থেকে দূরে থাকা। যারা কুরআন ও হাদীসের দাবী উপস্থাপনে এই পথ থেকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাদেরকেই এখানে খারেজী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে তাঁর সমালোচনাকারীদের অন্যতম যুক্তি হল, (১) লেখকের স্বপক্ষের দলীলগুলো সমালোচনা মুক্ত নয়। (২) কুরআনের সুস্পষ্ট দলীলের বিরোধী। এ পর্যায়ে আমি (অনুবাদক) লক্ষ্য করেছি – উভয় পক্ষই নিজ নিজ সমর্থনে কুরআনের আয়াত ও পছন্দমত সালাফদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এমনকি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুস্তক/পুস্তিকাও রয়েছে। এ বিতর্কের প্রকৃত সমাধান রয়েছে নবী (ﷺ) ও সাহাবাগণ (রা.) তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কুরআনের আয়াতগুলোর কি বাস্তবদাবী প্রয়োগ করেছিলেন তার উপর। যা আমি স্বতন্ত্রভাবে 'আক্বীদাগত ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত'[২], 'হাকিম ও হুকুম সম্পর্কিত আয়াতের বিশ্লেষণ'[৩] অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে এই বইয়ে নিজের

---

১. যারা আমলকে ঈমানের শর্তের মধ্যে গণ্য করেন না – তারাই মুরজিয়া।

২. **'আক্বীদাগত ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত'** ঃ এই অংশে (১) মুনাফিক্ব, (২) খারেজী, ও (৩) গোমরাহ শাসকদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার সীমারেখা কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিতর্কমুক্ত সূত্রের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে, তাদের ঈমান ও আমল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (ﷺ) কাছে অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যা মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর উপস্থাপিত দলীলগুলোর দাবীকেই প্রতিষ্ঠিত করে (যদিও তিনি (রহ.) নিজ প্রমাণের স্বপক্ষে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) এর তাফসীরটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যা তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি)। পক্ষান্তরে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তারা যে নবী (ﷺ) ও সাহাবাদের (রা.) তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করে কেবল শাব্দিক তরজমা দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন তা সুস্পষ্ট।

৩. **'হাকিম ও হুকুম সম্পর্কীত আয়াতের বিশ্লেষণ'** ঃ এই অংশে কুরআনে উল্লিখিত হাকিম ও হুকুম সংক্রান্ত আয়াতগুলো দ্বারা যে তাকফীরের ফিতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ঐ আয়াতগুলো নবী

পক্ষ থেকে সংযোজন করি। তাছাড়া শায়েখ শফিউর রহমান মুবারকপুরী লিখিত 'ইবাদত ও ইতা'আত'[৪] প্রবন্ধটি অনুবাদ করে স্বতন্ত্র শিরোনামসহ এই পুস্তকে সংযোজন করি। যা প্রকাশিত গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সম্মানিত প্রকাশকের পক্ষ থেকে আপততঃ বাদ দেয়া হয়েছে। আগ্রহী পাঠক আমার ওয়েব সাইট[৫] এর "ফিতনাতুত তাকফীর" ফাইলটি ডাউন লোড করে এই দু'টি অতিরিক্ত সংযোজন পড়ে নিতে পারেন। তাছাড়া ঐ ওয়েব সাইটগুলোতে "তাহক্বীক্বকৃত আমাদের হাকিম কেবলই একজন"[৬] পুস্তিকাটিও পাঠকদের এই বিতর্ক সমাধানে সহযোগিতা করবে, ইনশাআল্লাহ।

এ অনুদিত গ্রন্থটিতে মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)–এর আরো কয়েকটি সামঞ্জস্যমূলক আলোচনাও বিভিন্ন স্থান থেকে সংযোজিত করা হয়েছে, যার সূত্রগুলো সংশ্লিষ্ট আলোচনাতে উল্লেখ করেছি। কেবল অনুবাদ নয়, যেন সাধারণ মানুষ সেগুলো বাংলা অনুদিত হাদীস ও অন্যান্য গ্রন্থে সহজেই খুঁজে পান সেজন্য প্রয়োজনীয় সূত্রও উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। তবে সংগত কারণেই হাদীসের তাহক্বীক্বগুলো মূল আরবী গ্রন্থ থেকেই নিতে হয়েছে। এ পর্যায়ে মানুষ হিসাবে ভুল–ভ্রান্তি হয়ে যাওয়াটা অকপটে স্বীকার করছি। সম্মানিত পাঠক ও গবেষকদের সুচিন্তিত পরামর্শে পরবর্তীতে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন করব, ইনশাআল্লাহ।

এই বইটিতে সংযোজিত অংশগুলো ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত হল। বইটির প্রধান অংশটি মূল আরবী থেকে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক শায়েখ মো: আবু তাহের, পি.এইচ.ডি. (গবেষক) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া সম্পাদনা করে দেওয়ায় আমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় আব্দুস সবুর ভাই ও তাঁর সাথীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কাছে আমি চিরঋণী। আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়েখায়ের দান করুন ও এই পুস্তিকাটিকে সবার বুঝের জন্য সহজসাধ্য করুন। আমিন!!

নিবেদক

কামাল আহমাদ
ই–মেইল : kahmed_islam05@yahoo.com

(ﷺ)'র ওপর নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ ধরণের কোন তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আক্বীদাগত ভাবে তাদের ঈমানহানির কথা কুরআন ঘোষণা করা সত্ত্বেও নবী (ﷺ) কর্তৃক ঐ সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে কোন কঠিন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় নি। যার উদাহরণ ২ নং টিকারই অনুরূপ।

৪. এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে শায়েখ শফিউর রহমান মুবারকপুরী 'ইবাদত ও ইতাআত'–এর মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য থাকার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। যারা মনে করেন রাষ্ট্রের ইতা'আত প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের 'ইবাদত করা তথা শিরক – তাদের ভুলগুলো তিনি শুধরিয়ে দিয়েছেন।

৫.ক) www.scribd.com/people/documents/8120148-kamal-ahmed
খ) www.esnips.com/user/kahmedislam05
গ) http://www.4shared.com/dir/11545446/f23e1417/sharing.html

৬. **"তাহক্বীক্বকৃত আমাদের হাকিম কেবলই একজন"** ঃ এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা। যা 'জামাআতুল মুসলিমীন' (পাকিস্তান)–এর "আমাদের হাকিম কেবলই একজন – আল্লাহ" –এর তাহক্বীক্ব। এই বইটির উপস্থাপনাও কুরআনের শাব্দিক আয়াতের আলোকে করা হয়েছে। এই তাহক্বীক্বের মাধ্যমে সেগুলোর সংশোধন করা হয়েছে। যা পাঠ করলে সম্মানিত পাঠক 'হাকিম ও হুকুম' সংক্রান্ত প্রায় সবগুলো আয়াতের প্রকৃত দাবী বুঝতে পারবেন। তাছাড়া এর ভূমিকাতে সংযুক্ত করা হয়েছে খারেজীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সম্পাদকের কথা

আল্লাহ দ্বীনের হিফাজতকারী। দ্বীনের হিফাজতের জন্যে যুগে যুগে বহু বিজ্ঞ মানুষকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) উজ্জলতম নক্ষত্র। তিনি ইলমুল কুরআন ও ইলমুল হাদীসের শুধু প্রতিরক্ষক ছিলেন না। বিভ্রান্ত আক্বীদা ও বানোয়াট দ্বীনের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রতিরক্ষায় ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী।

তাঁর রচিত ফিতনাতুত তাকফীর বা মুসলিমকে কাফির বলাল ফিতনা এর একটি উজ্জল স্বাক্ষর। এই বইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ এর স্থান ইসলামে নেই। নেই নরমবাদ এরও কোন স্থান। এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির অনুবাদ করেছেন ভাই কামাল আহমদ।

তিনি বইটি উর্দূ অনুবাদ থেকে বাংলা করেছেন এবং সহজে পাঠক মন্ডলীকে বুঝানোর জন্যে ভিতরে ও ফুটনোটে টীকা সংযুক্ত করেছেন। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বইটির মূল আরবীর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে। বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি একবার দেখেছি। এটি আজকের সময়ের উপযোগী বই।

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS) বইটি মুদ্রণ এর দায়িত্ব নিয়েছে শুনে খুশি হলাম। আমি বইটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি। আল্লাহ মুল লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন। আমীন!

মোঃ আবু তাহের
খাদিম
ই.সি.এস
১০/০৪/২০১০ইং, সিলেট

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

মুসলিমকে কাফির বলার ফিতনা এটি একটি বড় প্রাচীর ফিতনা, যা ইসলামের মধ্যকার একটি প্রাচীন ফিরক্বা হতে সৃষ্টি হয়েছিল। যারা খারেজী নামে প্রসিদ্ধ। বড়ই পরিতাপ কিছু সংখ্যক দাঈ বা অধিক আবেগ প্লাবিত ইসলামের আহবানকারী কুরআন ও হাদীস থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু এরা সমাজে কুরআন ও হাদীসের নামেই প্রসিদ্ধ রয়েছে। আর এর দুটি কারণ রয়েছে ঃ

প্রথমঃ ইলমের অগভীরতা

দ্বিতীয়ঃ বিষয় হলো আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো- শরিয়তের আইন কানুনের ব্যাপারে তাদের গভীর জ্ঞান না থাকা। অথচ আকাঙ্খা হল ছহীহ ইসলামী দাওয়াতের। যার থেকে বিমুখ হওয়াকে রাসূল (ﷺ) তাঁর অসংখ্য হাদীসে নাজী (মুক্তিপ্রাপ্ত) জামা'আত থেকে বহিষ্কৃত বলে চিহ্নিত করেছেন। বরং আরো একধাপ এগিয়ে বলা যায়, স্বয়ং আল্লাহ এই জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নদেরকে রাসূল (ﷺ) -এর বিরুদ্ধাচারণকারী হিসাবে গণ্য করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন-

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিকে সে ফিরে যায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।[৭]

আলিমগণের নিকট স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল এ কথা বলেই ক্ষ্যান্ত হননি। যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর- তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, বরং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ " এবং যে মু'মিদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে" বাক্যটি ও উল্লেখ করেছেন।

"মু'মিনদের পথ" -এর অনুসরণ করা বা না করাটা, পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি "মু'মিনদের পথ" -এর অনুসরণ করবে সে রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি "মু'মিনদের পথ" -

৭. সুরা নিসা ঃ ১১৫ আয়াত।

এর বিপরীত চলে তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, আর তা কতই না মন্দ ঠিকানা। সেটাই সেই মূলকেন্দ্র যে ব্যাপারে প্রাচীন ও আধুনিক জামা'আতগুলো বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তারা سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "মু'মিনদের পথ" -এর অনুসরণ করে না। কুরআন ও সুন্নাতের তাফসীরের ব্যাপারে নিজেদের বিবেকের দারস্থ হয় এবং নিজেদের খায়েশের (প্রবৃত্তির) আনুগত্য করে। আর এ ভুলের কারণে তারা অত্যন্ত বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত। যার ফলাফল হল, তারা সালফে-সালেহীনের পথ থেকে বের হয়ে গেছে।

আলোচ্য আয়াতে وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং যে মু'মিদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে" অংশটির সঠিক ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত গুরুত্ব নবী (ﷺ)-এর বিভিন্ন সহীহ হাদীছে উল্লেখ করেছেন। যার কয়েকটি আমি বর্ণনা করব। ঐ সমস্ত হাদীছ সাধারণ মুসলিমদের ও অজানা নয়। তবে এর মধ্যে তাদের অজানা হল, سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "মু'মিনদের পথ" -এর অনুসরণের ব্যাপারটি কিতাব ও সুন্নাহর দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তার গুরুত্ব অনুধাবন করা। এটা (আক্বিদা বিষয়ক) এমন একটি মৌলিক দিক যা অনেক প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তির ও এর গুরুত্ব বুঝতে ভুল হয়েছে। আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে উদাসীনতা কাজ করেছে। এরা তাকফীরকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। যাদের মধ্যে অনেক জামা'আত রয়েছে- যারা নিজেদেরকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের তাকফীর করাটাই খুব বড় ভুল।

এই লোকেরা মনে করেছে, তারা নিজেদেরেকে নেকী ও ইখলাসের মধ্যে নিয়োজিত রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কারো নাজাত বা সফলতা অর্জনের জন্য কেবল নেকনীতি ও ইখলাসই যথেষ্ট নয়। তবে অবশ্যই একজন মুসলিমের উপর জরুরী হল দু'টি বিষয়, সে আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতে ইখলাস রাখবে এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সর্বোত্তম আমল করবে।

মোটকথা একজন মুসলিম অবশ্যই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে নিজে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে এবং সেদিকেই দাওয়াত দিবে। তবে এর সাথে অপর একটি শর্ত জরুরী, তা হল- তাদের মানহায সঠিক ও দৃঢ়তা সম্পন্ন হওয়া। আর এটা কখনই পূর্ণতা লাভ করে না। যতক্ষণ না সালফে-সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এর স্বপক্ষে কয়েকটি হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল তিয়াত্তর ফিরক্বার হাদীছ যার ইঙ্গিত আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রাসূল (ﷺ) বলেন-

إِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَة، قَالُوْا : مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : اَلْجَمَاعَةُ وَفِيْ رِوَايَة : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

"ইহুদীরা একাত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হয়েছে, নাসারাগণ বাহাত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, (তারা হল) 'আল-জামা'আত। (অন্য বর্ণনায়) : যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি।"[৪]

নবী (ﷺ)-কে নাজী বা জান্নাতী ফিরক্বা প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বলেছিলেন আল্লাহ তা'আলা উক্তি ঃ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং যে মু'মিদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে"- দ্বারা এটা পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এই আয়াতটিতে যে মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- তারা হলেন নবী করীম (ﷺ)-এর সাহাবীগণ। যা হাদীছে বর্ণিত ঃ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ "যার ওপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি" উক্তিটিতে স্পষ্ট হয়েছে। নবী (ﷺ) কেবল এতটুকুই যথেষ্টই মনে করেন-নি। বরং এটা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের জন্য যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ জবাব ছিল- যারা ছিলেন কিতাব ও সুন্নাতের স্পষ্ট বুঝের অধিকারী। কিন্তু যদিও নবী (ﷺ) নিজে আল্লাহর তা'আলার ঐ দাবীর প্রতি আমল করেছিলেন যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর সাহাবা সম্পর্কে বলেছেন : بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ "মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।"[৫]

সুতরাং নবী (ﷺ)-এর সমস্ত স্নেহ ও দয়ার দাবী হল, তিনি তাঁর সাহাবা এবং সমস্ত অনুসারীদের জন্য ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তি প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেন তারা সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে- যার প্রতি তিনি ও পরবর্তীতে তাঁর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আলোচ্য হাদীছটি পূর্বোক্ত আয়াতটির পরিপূর্ণতা দান করে। যখন রাসূল (ﷺ) একজন মুসলিমকে ফিরক্বায়ে নাজিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে এ দিকে ইঙ্গিত দিলেন যে - তারা ঐ মানহাযের উপর থাকবে যার উপর সাহাবাগণ ছিলেন। এই হাদীছটি 'খুলাফায়ে রাশেদীন' সম্পর্কিত হাদীছটির পরিপূরক যা সুনানগুলোতে ইরবায বিন সারিয়াহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا : كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وَلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ وَإِنَّهُ مَن يُّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى أَخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"একবার রাসূল (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ওয়াজ করলেন যে, তাতে

---

৪. সহীহ ঃ ইবনে মাযাহ কিতাবুল ফিতান হা/৩৯৯২।
৫. সূরা তাওবা ঃ ১২৮ আয়াত।

অন্তরসমূহ ভীত ও চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটা যেন বিদায়ী ভাষণ, তাই আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি যদিও কোন গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয়। কেননা, তোমাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অচিরেই তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের উচিত হবে আমার ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরা।"[১০]

এই হাদীছটি পূর্বোক্ত হাদীছটির শাহেদ (সাক্ষ্য) যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবা তথা নিজের উম্মতকে কেবল তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকারই নসীহত করেননি বরং হিদায়াত অর্জনে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।

সুতরাং আমাদের উপর জরুরী হল- আক্বীদা, ইবাদত, আখলাক, চাল-চলন প্রভৃতি ক্ষেত্রেই সালফে-সালেহীনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ফলে একজন মুসলিম ফিরক্বায়ে নাজীয়ার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ দিক যার থেকে গাফিল ও বিমুখ হওয়ার কারণে সমস্ত নতুন ও পুরাতন ফিরক্বা ও জামা'আত গোমরাহ হয়েছে। কেননা, আলোচ্য (সুরা নিসা ঃ ১১৫ আয়াত) এবং ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ ও খুলাফায়ে রাশিদীনকে আঁকড়ে থাকার হাদীছ যে মানহাযের (আদর্শিক পথের) দিকে পরিচালিত করে- তারা তা কবুল করেনি। যা ছিল উম্মতের বিভেদের কারণ। সুতরাং তাদের মৌলিক ও যৌক্তিক বৈশিষ্ট হল- তারা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে নববী (ﷺ) এবং সালফে-সালেহীনদের থেকে বিমুখ হয়েছে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা ও বিমুখ হয়েছিল।

পূর্বসুরীদের মূলনীতি ঃ ঐ সমস্ত গোমরাহ ফিরক্বার মধ্যে একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক ফিরক্বা হল খারেজী। তাকফীরের আসল ভিত্তি যা ইদানিং চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা হল কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত। যা এই লোকেরা সব সময় উপস্থাপন করে আসছে ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।[১১]

এই আয়াতের সাথে সম্পর্কীত আয়াতগুলোতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছেঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই ক্বাফির।[১২]

---

১০. ছহীহ ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ও ইবনে হিব্বান তাঁর ছহীহ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল-বানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারগীব ১/৩৭ নং) আত-তারগীব ওয়াত তারগীব (মিশর : দার ইবনে রজব) ১/৫৮ নং।

১১. সুরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই জালিম।[১৩]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক্ব।[১৪]

তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রথম আয়াতটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।[১৫]

তাদের উচিত ছিল কমপক্ষে যেসব দলীলে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে কষ্ট করে হলেও একত্রিত করা। পক্ষান্তরে তারা এই একটি আয়াতে বর্ণিত 'কুফর' শব্দ দ্বারাই দীন থেকে খারিজ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে তাদের কাছে কোন মুসলিম যদি এই কুফরে লিপ্ত হয়, তবে ঐ মুসলিমের সাথে মুশরিক, ইহুদী ও নাসারা প্রমূখদের কোন পার্থক্য নেই বলে ভেবে থাকে।

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর অভিধানে 'কুফর' শব্দের অর্থ শুধু এটাই নয়। অথচ তারা সেটাই দাবী করেছে। আর এই ভুল বুঝা দ্বারা অনেক মুসলিমের উপর কাফির প্রতিপন্ন করছে, অথচ তাদের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়।

'তাকফীর, শব্দটি সবসময় একই অর্থ তথা দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং এর সম্পর্কে পরবর্তী দু'টি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়ও হয়ে থাকে- অর্থাৎ 'ফাসিক্ব ও 'জালিম'। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে জালিম বা ফাসিক্ব বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। তার জন্য কখনই এটা প্রযোজ্য নয়, সে মুরতাদ হয়ে গেছে।

অবশ্য কুফর এর একটি অর্থ প্রকৃত কাফির হয়ে যাওয়া। এই অর্থটি ও আরবী অভিধান, ইসলামী শারীআ ও কুরআনের অভিধান দ্বারা স্বীকৃত। এ কারণে যে কেউ-ই আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতার সম্মুখীন হয় - সে হাকিম বা শাসক হোক কিংবা সাধারণ প্রত্যেকেরই কিতাব, সুন্নাত এবং সালফে-সালেহীনের মানহায অনুযায়ী আহরিত ইলমের উপর কায়েম থাকা ওয়াজিব।

আরবী ভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে জানা ছাড়া কুরআন ও ইসলামী শারীআত এর গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এই নিয়ম ও প্রযোজ্য যে যদি কোন ব্যক্তির আবরী ভাষার ব্যাপারে এতটা শক্তিশালী অথবা পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জিত না হয়, তবে সে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী যা সে নিজের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা করে - সেক্ষেত্রে সে ঐ

১২. সুরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।
১৩. সুরা মায়িদা ঃ ৪৫ আয়াত।
১৪. সুরা মায়িদা ঃ ৪৬ আয়াত।
১৫. সুরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

সমস্ত আলেমদের দিকে নিজেকে সোপর্দ করবে যারা পূর্বে চলে গেছেন। বিশেষভাবে যাদের সাথে রুকনে সালাসাহ (নেককারদের তিনটি যুগ)-এর সম্পর্কে রয়েছে। যাদের হিদায়াত, কামিয়াবী ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষ্য স্বয়ং নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত। তাদের দিকে নিজেকে সোপর্দ করার দাবী হল, তাদের মাধ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা। কেননা, তাদের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সম্পৃক্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। আসুন আমরা পুনরায় আয়াতটি প্রসঙ্গে আসি ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।[১৬]

এই আয়াতটির فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ বাক্যটির উদ্দেশ্য কি

(১) সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে খারিজ (বহিষ্কার) হয়ে যাওয়া? (২) নাকি এর অর্থ - কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া, আবার কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া থেকে কম? এপর্যায়ে আয়াতটি কিছুক্ষণ গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। কেননা, আয়াটির فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ বাক্যটির দ্বারা কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া উর্দ্দেশ্য। আবার কখনো এর উদ্দেশ্য হল, আমলগত দিক থেকে কোন আহকামের ব্যাপারে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া। এর সহীহ তাফসীরের ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে যা সহযোগিতা করবে তা হল, নবী (ﷺ)-এর ঘোষিত মুফাস্সির সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশ্লেষণ। কেননা, কিছু গোমরাহ ফিরক্বাহ ছাড়া সবাই একমত যে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন তাফসীরের ব্যাপারে ইমাম। আর এ কারণেই আমার জানা মতে সম্ভবত, সাহাবী ইবনে মাস'উদ (রা.) তাঁকে 'তরজমানুল কুরআন' উপাধি দিয়েছিলেন।

"কুফর দূনা কুফর" ঃ এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, এই তাফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) সে সময় এমন কোন কথা শুনেছিলেন - যা আজকাল আমরা শুনছি। অর্থাৎ তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা আয়াতটির যাহেরী (প্রকাশ্য) অর্থ গ্রহণ করত। আর যে ব্যাখ্যার প্রতি আমি এখন ইঙ্গিত করছি তা তারা অস্বীকার করত। অর্থাৎ কখনই এটা যাহেরী অর্থ (কাফির অর্থ -মুরতাদ হওয়া) হবে না, রবং কখনো কখনো এর থেকে কম স্তরের কুফর ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ জন্যে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন :

لَيْسَ الْكُفْرُ الَّذِيْ تَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَهُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ–

"এটা ঐ কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারিজীরা) গিয়েছে। এটা ঐ কুফর নয়, যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে দেয়। বরং كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (চূড়ান্ত)

১৬. সুরা মায়িদা ঃ ৪৪।

কুফরের থেকে কম কুফর"।[১৭]

এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে এটাই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জবাব। এছাড়া অন্যান্য দলীল যেখানে কুফুর শব্দটি ব্যবহার হয়েছে সেগুলোও এই মর্মটি ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয় - যে ব্যাপারে আমি আমার আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। কুফুর শব্দটি অনেক দলীলেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কুফুরে আকবার অর্থে আসে নি। কেননা যে সব আমলের ক্ষেত্রে কুফুর শব্দটি ঐ সব দলীলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় না। ঐ সমস্ত দলীলের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ উপস্থাপন করা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন :

سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ-

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফরী"।[১৮]

আমার কাছে قِتَالُهُ كُفْرٌ বাক্যটি আরবী ভাষার একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বগত ব্যাপার। কেননা, যদি কেউ বলে : سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফরী"। এটি ও একটি সঠিক বাক্য। কেননা, ফিসকও আল্লাহর নাফরমানী তথা তাঁর ইতা'আত থেকে খারিজ হওয়া। কিন্তু যেহেতু রাসূল (ﷺ) আরবী ব্যাকরণের ফাসাহাত ও বালাগাতে সর্বোন্নত ছিলেন, তাই তিনি বলেছেনঃ سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফরী"।[১৯]

লক্ষ্য করুন, আমরা হাদীছে বর্ণিত فُسُقٌ শব্দটিকে পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের তাফসীর হিসাবে فُسُقٌ শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُوْنَ

"যারা আল্লাহ নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করেনা তারাই ফাসিক্ব"।[২০] তাহলে এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُوْنَ এবং হাদীছ: سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوْقٌ "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী। এ ব্যবহৃত فُسُقٌ শব্দটির দাবী কি একই হবে?

প্রকৃতপক্ষে فُسُقٌ শব্দটি كُفْرٌ শব্দটির পরিপূরক। যার দাবী হল كُفْرٌ শব্দটি কখনো ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, আবার কখনো كُفْرٌ শব্দটির দাবী হল, যা ইসলাম থেকে খারিজ করে না। অর্থাৎ এর দাবী হল, যা পূর্বে তাফসীর প্রসঙ্গে

---

১৭. সহীহ ঃ হাকীম (২/৩১৩), ইবনে কাসির (৬/১৩৬) (সিলসিলাতুল আহাদীসুস সাহীহাহ ৬/২৭০৪ নং হাদীছ)।

১৮. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং।

১৯. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং।

২০. সূরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

উল্লেখ করা হয়েছে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْر (মূল কুফরের থেকে কম কুফর) আর হাদীছটিও সেই দাবী করছে যে, এর অর্থ কখনো কুফরও হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেনঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

"মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংশা করে দিবে। অতপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমন করলে তোমরা আক্রমনকারী দলের যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন"।[২১]

এই আয়াতটিতে আমাদের রব বিদ্রোহী ফিরক্বার বর্ণনা দিয়েছেন যারা ফিরক্বায়ে নাযিয়াহ তথা প্রকৃত মু'মিন দলের সাথে ক্বিতাল করে। কিন্তু তাদের প্রতি কুফরের হুকুম দেন নি। অথচ হাদীছে বলা হয়েছে "মু'মিনকে হত্যা করা কুফর"। সুতরাং প্রমাণিত হল, ক্বিতাল কুফর কিন্তু এটি دُوْنَ كُفر (ছোট কুফর) যা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

"কুফর আমালী ও কুফর ই'তিক্বাদী" ঃ মুসলিম কর্তৃক মুসলিমের সাথে ক্বিতাল করা বর্বরতা, চরমপন্থা, ফিসক্ব ও কুফর। কিন্তু এই ব্যাখ্যাসহ যে - কখনো তা কুফরে আমালী (আমলগত কুফর) আবার কখনো কুফরে ই'তিকাদী (আক্বীদা বা বিশ্বাসগত কুফর)। এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু উক্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দু'টির মধ্যেই রয়েছে। যার ব্যাখ্যা (ইবনে আব্বাস এর পরে) সত্যিকারের ইমাম শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) এবং তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়ূম আল-যাওজি (রহ.) করেছেন। কেননা, তাঁরা কুরআনের অর্থে কুফরের এই দু'ধরণের বৈশিষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তাঁর ছাত্র হাফেজ ইবনে কাইয়ূম তাদের আলোচনার মধ্যে সব সময় 'কুফর আমালী' ও 'কুফর ই'তেক্বাদী' এর বিবরণ দিয়েছেন। কেননা যদিও এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত মুসলিম জাম'আত থেকে খারিজ হয়ে ঐ ফিতনার মধ্যে নিমজ্জিত হবে যার মধ্যে প্রাচীন যামানাতে খারেজীরা পতিত হয়েছিল। অতঃপর বর্তমান যামানাতেও কিছু লোক ও এ ফিতনার মধ্যে পড়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে قتاله كفر এর অর্থ দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া নয়। এ মর্মে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যা একত্রিত করলে একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব হত। কিন্তু এটা তাদের কাছে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না যারা আলোচ্য

---

২১. সুরা হুজরাত ঃ ৯ আয়াত।

আয়াতের তাফসীরটি কেবলমাত্র 'কুফরে ই'তিক্বাদী' অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ প্রকৃত সত্য হল, এর স্বপক্ষে এত অধিক সংখ্যক দলীল রয়েছে যেখানে الكفر। শব্দটি ব্যবহৃত করা হয়েছে। কিন্তু এর দাবী কখনোই এটা নয় যে, সম্পূর্ণ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। এই মুহূর্তে আমাদের এই দলীলটিই খন্ডনের যথেষ্ট যে- এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা 'কুফরে আমালী' এবং কখনোই এটা 'কুফরে ই'তিক্বাদী' বা আক্বীদাগত কুফর নয়।

এখন আমি জামা'আতুত তাকফীর ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা শাসক, অধীনস্ত সাধারণ জনগণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করব যারা ঐ হুকুমাতের অধীনে কাজ ও চাকুরী করার কারণে তাকফীরের শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের অধীনতার পাপের কারণে কাফির বলা হচ্ছে।

হাকিম (শাসক) ও মাহকুম (প্রজা/শাসিত) এর প্রতি তাকফীর ঃ আমি আলোচ্য কথাগুলো আমার কাছে প্রশ্নকারী ভাইদের কাছ থেকে পেয়েছি যারা পূর্বে জামা'আতুত তাকফীরের অন্তর্ভূক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আমি তাদের কাছে জানতে চাই, আপনারা অনেক হাকিম (শাসক)- কে কাফির গন্য করেন। কিন্তু আপনারা ইমাম, খতীব, মুয়াজ্জিন ও মসজিদের ইমাদেরকেও তাকফীর কেন করেন? এমনকি আপনারা ইলমে শরিয়তের শিক্ষক যারা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান করছেন তাদের প্রতিও তাকফীর করেন!

তারা উত্তরে এটাই বলেন যে- কেননা, এই লোকেরা ঐ হাকিম (শাসক) ও তাদের শাসনতন্ত্রের প্রতি সন্তুষ্টিত, অথচ তা আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়তের বিরোধী। আমি তাদের বলি, যদি এই বা সন্তুষ্টি আন্তরিকভাবে হয়ে থাকে তবে তো এই আমালী কুফর প্রকৃতপক্ষে ই'তিক্বাদী কুফরে পরিণত হয়। সুতরাং যদি কোন হাকিম আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা না করে এবং এটা মনে করে যে, এই হুকুম বর্তমান পেক্ষাপটে বেশী উপযোগী। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাতের বিধি বিধান বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী নয়, তবে নিঃসন্দেহে তার এই কুফর- কুফরে ই'তিক্বাদী এবং কখনোই তা কুফরে আমালী নয়। আর কেউ যদি এই ধারণার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে কাফির।

কিন্তু আপনারা যে সমস্ত শাসক পশ্চিমা আইন দ্বারা কম বা বেশী বিধান যারী করছে- তাদের জিজ্ঞাসা করলে তার কখনোই এটা বলবে না যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আইন দ্বারা শাসন চালানো জরুরী এবং ইসলাম অনুযায়ী শাসন চালানো জায়েয নয়। বরং তার এভাবেও বলবে না যে, আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন চালানো সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, এটা বললে তারা নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে। এখন আমি যদি শাসিত প্রজাসাধারণ - যার মধ্যে উলামা ও নেককার ব্যক্তিগণ রয়েছেন তাদের প্রসঙ্গে আসি, সেক্ষেত্রেও বলব যে, আপনারা কেন তাদের প্রতি তাকফীর করেছেন? সম্ভবত এই কারণে যে, তার ঐ হুকুমাতের অধীনে জীবন-যাপন করছেন। অথচ ঐ হুকুমাতের অধীনে জীবন-যাপনের ব্যাপারে আপনারাও (জামা'আতুত তাকফীর) হুবহু তাদেরই মত।

পার্থক্য এতটুকু যে, আপনারা শাসকদেরকে কাফির ঘোষনা করছেন। পক্ষান্তরে আলেমগণ এটা বলছেন না যে- তারা দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। বরং তারা বলেন- আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়ত দ্বারা শাসন চালান ওয়াজিব এবং আমলগত কারণে কোনটির বিরোধিতার জন্য এটা জরুরী নয় যে, সেই আলিম বা হাকিম দ্বীন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে।

সংশয় ঃ একবার বা কয়েকবার আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারী না করলে কাফির হয় না। কিন্তু বারবার বা সবসময় আল্লাহর বিধানের বিরোধী হুকুম জারী কনলে কাফির হয়ে যায়।

বিতর্ককারীদের মধ্যে যাদের গোমরাহী ও ভুল-ক্রটিগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে, আমি তাদের একটি পক্ষকে জিজ্ঞাসা করি : আমরা কখন একজন কালেমায়ে শাহাদাতের أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ দাবীদার যারা সালাতও আদায় করে তাদেরকে দ্বীন থেকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করব?

মুলত ঃ এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি একটি দিক থেকে থাকবে। আর তা হল- আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করাই দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি ও এই তাকফীরকারীরা নিজের মুখে এই জবাব দিবে না- তবে মুলত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই।

এই প্রশ্ন তাদেরকে সংশয় এর মধ্যে ফেলে দেয় এবং তাদের থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় না। তখন আমি তাদেরকে নিম্নোক্ত উদাহরণটি উপস্থাপন করি যা তাদেরকে নির্বাক করে দেয়- যেমন আমি তাদেরকে বলছি-

"একজন হাকিম তিনি শরীয়ত মোতাবেক ফায়সালা করবেন এবং এটাই তার বৈশিষ্ট। কিন্তু কোন একটি ফায়সালাতে তিনি বিচ্যুত হয়ে শরিয়ত বিরোধী ফায়সালা দেন- অর্থাৎ কোন যালিমকে হক্ব দিয়ে দিলেন এবং মাযলুমকে বঞ্চিত করলেন। বলুন তো- এটা কি হুকুম بغير ما أنزل الله নয়? আপনারা কি বলবেন সে কুফর তথা মুরতাদ হওয়ার কুফর করেছে?"

তারা জবাব দিল: না।

আমি বললাম: কেন না, সে তো আল্লাহর শরিয়তের বিরোধিতা করেছে।

তারা জবাব দিল: এটা তো কেবল একবার সংঘটিত হয়েছে।

আমি বললাম: খুব ভাল যদি এই হাকিম দ্বারা দ্বিতীয়বার শরিয়াতের বিরোধিতা হয়, কিংবা কোন ব্যাপারে সংঘটিত হয় যা শরিয়াতের বিরোধী - তাহলে সে কি কাফির হবে না? আমি তিন চার বার তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন তাকে কাফির বলব? তারা এর কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে পারেন না যে, কতবার শরিয়াতের খেলাফ হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। যখন আমি উক্ত বক্তব্যটি ভিন্নভাবে বললাম : যদি আপনারা এটা মনে করেন যে, সে একটি শরিয়াত বিরোধী হুকুমকে উত্তম হিসাবে অব্যাহত রাখে এবং ইসলামী হুকুমের অবমাননা প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আপনারা তার প্রতি মুরতাদের হুকুম লাগাতে পারেন। যখন অন্য ক্ষেত্রে আপনারা তাকে শরিয়াতের বিরোধী ফায়সালা করতে

দেখবেন তখন জিজ্ঞাসা করবেন- হে শায়েখ! আপনি কেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধী ফায়সালা করছেন? সে তখন কৃছম করে "আমি ভয়ে এটা করছি বা নিজের প্রাণের হুমকি ছিল, কিংবা আমি ঘুষ নিয়েছি প্রভৃতি"। শেষোক্ত অজুহাতটি পূর্বের দু'টি থেকেও নিকৃষ্ট। এরপরেও আপনারা এটা বলতে পারেন না যে, সে কাফির; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেই ঘোষণা দেয়। তথা নিজের অন্তরের গোপন কুফর প্রকাশ করে, অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম মোতাবেক ফায়সালা করা অবৈধ বলে বিশ্বাস করবে; কেবলমাত্র তখনই আপনারা বলতে পারেন সে কাফির বা মুরতাদ।

ইস্তিহ্লালি কূলবী ও ইস্তিহ্লালি আমালী-র প্রার্থক্য ঃ

মোট কথা হল, এ ব্যাপারে প্রত্যেকের স্পষ্টতা অত্যন্ত জরুরী যে- ফিসক্ব ও জুলুমের ন্যায় কুফরও দু'ভাগে বিভক্ত। দ্বীন ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফর, ফিসক্ব ও যুলুম তখনই বিবেচ্য হবে যখন ইস্তিহলালি কূলবী (আন্তরিকভাবে হারামকে হালাল জানা) সংঘটিত হবে। পক্ষান্তরে দ্বীন ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না এমন কুফর, ফিসক্ব ও যুলুম তখনই বিবেচ্য হবে যখন ইস্তিহলালি আমালী (হারাম কাজে লিপ্ত কিন্তু আন্তরিকভাবে কাজটি হারাম হিসাবে বিবেচনা করা) সংঘটিত হবে।

সুতরাং ঐ সমস্ত গোনাহ যেমন- ইস্তিহলালি আমালী রিবা (আমলগত ভাবে সুদের হালাল করণ) যা এ যামানার ব্যাপারে বিস্তার লাভ করেছে- এ সবই আমালী কুফরের উদাহরণ। সুতরাং ঐ গোনাহগারদের কেবল এই পাপ ও ইস্তিহলালে আমালী-র জন্যে কাফির বলা আমাদের জন্য জায়েজ নয়। কেননা, যা কিছু তাদের অন্তরে লুকায়িত আছে তা আমাদের কাছে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তারা আল্লাহর ও তার রাসূল (ﷺ) কর্তৃক হারামকৃত বিষয়ে আক্বীদাগত ভাবে হালাল মনে করে না। যদি আমরা জানতে পারি যে, তারা আন্তরিকভাবেই বিরোধিতা করে তখন আমরা তাদের উপর মুরতাদের হুকুম লাগাব। আর যদি তা জানতে না পারি তবে কখনই তাদের প্রতি কুফরের হুকুম লাগানোর অধিকার আমাদের নেই। কারণ, এই আমরা ভয় করি যে, ভুলক্রমে আমরা যদি নবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হই। রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"যখন কেউ তার ভাইকে বলেঃ হে কাফির! তখন যেকোন একজনের উপর অবশ্যই কুফরী পতিত হবে"।

উক্ত মর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপুরক হিসাবে আমি ঐ সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করব, যে একটি মুশরিককে যুদ্ধ চলা অবস্থায় পাকড়া ও করে। এমনকি সে ঐ সাহাবীর তলোয়ারের নাগালের মধ্যে চলে আসে। তখন সে মুশরিক চট করে কালেমায়ে শাহাদাত (اشهد أن لا إله إلا الله) পাঠ করে। ঐ সাহাবী মুশরিকটির কালিমা পাঠের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না এবং তাকে হত্যা করে দিলেন। যখন ঘটনাটি নবী (ﷺ)-এর কাছে পৌছালো তখন তিনি

তাকে কতটা কঠিন ভাবে তিরষ্কৃত করলেন তা সবারই জানা আছে। সাহাবী অজুহাত পেশ করলেন যে, সে কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছিল। তখন নবী (ﷺ) বললেন"ঃ هلاشققت عن قلبه তুমি কি তার কৃলব (অন্তর) চিরে দেখেছিলে"?[২২]

সুতরাং কুফরী ই'তিক্বাদী বা আক্বীদাগত কুফরের ভিত্তি কেবল আমলের দ্বারা ঘটে না। বরং এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আর আমি এটা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি না যে, আমরা জানি তারা আন্তরিকভাবেই ফাসিক্ব, যালিম বা চোর, সুদখোর প্রভৃতি। যতক্ষণ না তার অন্তরে যা আছে তা মুখ থেকে প্রকাশ হয়। যাহোক এর সম্পর্ক আমলের সাথে- যা এটাই সুস্পষ্ট করে যে, তুমি বিরোধিতা করছ, ফিসক ও যুলুম করছ। কিন্তু এটা বলা যাবে না যে, তুমি কাফির হয়ে গেছ। এভাবে যতক্ষন পর্যন্ত তার কাছ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হয় তাতে তাকে মুরতাদ বলা যায় এবং আমরা সেই কারণকে আল্লাহর দরবারে জবাবদেহিতা পেশ করতে পারবো তখন তার উপর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রসিদ্ধি রায় কার্যকর কার যাবে। আর সেই রাষ্ট্রের বিধান হল ঐটি যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরকে নির্দেশ দেন।

مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ "যে নিজের দ্বীনকে বদলে ফেলল তাকে হত্যা কর"।[২৩]

মুরতাদ সম্পর্কীত হুকুমের বাস্তবায়নঃ আমি হাকিম বা শাসকদেরকে কাফির সম্বোধনকারীদের বলছি, আপনাদের কথানুযায়ী যদি মেনে নিই যে- এই বিচারক/শাসকদের কুফর প্রকৃতপক্ষেই মুরতাদ হওয়ার কুফর। আর এদের উপর আরেকজন উর্ধ্বতন হাকিম/শাসক আছে যার প্রতি ওয়াজিব হল পূর্বোক্ত হাদীছের আলোকে হদ জারী করা। প্রশ্ন হল, আমলী দৃষ্টিতে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সমস্ত হাকিম/শাসকরা কাফির মুরতাদ- সেক্ষেত্রে আপনাদের সফলতাটাই বা কি? আপনাদের পক্ষে কি এটা বাস্তবায়ন সম্ভব?

এই কাফিররাই (আপনাদের দাবী অনুযায়ী) তো অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারী। আর এর চেয়ে বেশী আফসোসের বিষয় হল, আমাদের এখানে ইহুদীরা ফিলিস্তীন দখল করে আছে। প্রশ্ন হল, আপনারা বা আমি এর কি পরিবর্তন করতে পারছি? আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেসব শাসককে কাফির বলে গণ্য করছে- আপনারা কি তাদের বিরোধিতায় কোন কিছু করার সাহস রাখেন?

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

২২. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) কিতাবুল ক্বিসাস ৭/৩৩০৩ নং।
২৩. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৩৭৮ নং।

"তিনি রাসূলকে প্রেরন করেছেন হিদায়াত ও দ্বীনে হক্ব সহকারে যেন তা সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী হয় - যদি মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়"।[২৪]

অনুরূপভাবে কিছু ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আগত দিনগুলোতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এখন এই আয়াতের বাস্তবায়নে জন্য কি মুসলিম হাকিম/শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার দ্বারাই এই আমলটি সুচনা করতে হবে? যাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা, এই কুফর 'মুরতাদ হওয়ার কুফর'-এর চেয়ে কম না। যদিও এ ধারনাটি বাতিল, তবুও তারা কাফির সম্বোধন করার পরেও কিছুই করতে পারছে না।

সুতরাং কোন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে কুরআনের নিম্নোক্ত হক্ব পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা যাবে ঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি রাসূলকে প্রেরন করেছেন হিদায়াত ও দ্বীনে হক্ব সহকারে যেন তা সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী হয় - যদি মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়"।[২৫]

নিঃসন্দেহে এর একটিই পদ্ধতি - যা রাসূল (ﷺ) নিজেই সাহাবীদেরকে বলেছিলেন। তিনি নিজেই প্রত্যেক খুতবাতেও বলতেন : وَخَيْرَ الْهُدٰى هَدْىُ مُحَمَّدٍ "সর্বোত্তম হিদায়াত (পথ) হল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হিদায়ার্ত"।[২৬]

এ কারণে সমস্ত মুসলিম এবং রাষ্ট্রেই নয় বরং দুনিয়াব্যাপী ইসলামী হুকুম কায়েমের সহযোগিতা করা ওয়াজিব। সর্বপ্রথম সেখানে দাওয়াতকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে যেভাবে নবী দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন। যা সংক্ষেপে আমি দু'টি শব্দে উল্লেখ করে থাকি : التصفيه والتربيه। তাসফিয়্যাহ (পবিত্রতা/সংস্কার/সংশোধন), ও তারবিয়্যাহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)।

রাসূল (ﷺ) তাসফিয়্যাহ ও তারবিয়্যাহ-র উসওয়াতুন হাসানা (সর্বোত্তম আদর্শ) ঃ

আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত যার সাথে বিভ্রান্তি ও জ্ঞানের দৈনতা জড়িত। বরং বিভ্রান্তি বলাই পরিপূরক। কেননা, তাদের জ্ঞান না থাকাটা অসম্ভব। এ বৈশিষ্টের কারণেই তারা চরমপন্থাকে পছন্দ করে, যার ফলে হাকিম/শাসককে কাফির বলা ছাড়া আর অন্য কোন ব্যাপারে তাদের প্রতি বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি দেখা যায় না। ফলে তাদের অবস্থা তেমনই হয়েছে, যেমন তাদের পূর্বে আল্লাহর যমীনে ইক্বামাতে দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থার দিকে দাওয়াত দাতাদের অবস্থা হয়েছিল। তারা শাসকদেরকে কাফির ঘোষণা করে। অতঃপর তাদের তরফ

২৪. সূরা তাওবা ৩৩ আয়াত।

২৫. সূরা তাওবা ঃ ৩৩ আয়াত।

২৬. সহীহ ঃ সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১৩৪ নং।

থেকে ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ছাড়া আর কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। আমরা সবাই জানি, বিগত বেশ কয়েক বছরে উক্ত ফিতনার কারণে মক্কা থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত নেতৃবৃন্দকে হত্যা এবং অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিমের রক্ত অন্যায় ভাবে ঝরানো হয়েছে। অবশেষে সিরিয়া ও আলজেরিয়াতেও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা ঘটে .... ।

এ সবের ভিত্তি কেবলই একটি। তারা কিতাব ও সুন্নাতের দলীল প্রামাণের বিরোধিতা করেছে, বিশেষভাবে নিচের আয়াতটির। আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً -

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূল (ﷺ)-র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।[২৭]

এখন আমরা দেখব রাসূল (ﷺ) কিভাবে শুরু করেছিলেন ঃ

আপনারা জানেন যে, রাসূল (ﷺ) সর্বপ্রথম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন যাদের দাওয়াত গ্রহণের মানসিক সম্ভাব্যতা ছিল। অতঃপর দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার মত যারা ছিল তারা সাড়া দিল। বলার মত ব্যক্তিরা। এটা নবী (ﷺ)-এর জীবন চরিত থেকে প্রমাণিত। অতঃপর দূর্বলতা ও বিরোধিতাকারীদের নির্যাতনের শিকার হলেন। শেষাবধি প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরতের হুকুম এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ..... এমনকি আল্লাহ তা'আলা মদীনাতে ইসলাম কায়েম করলেন। অতঃপর কাফিরদের আক্রমণের ও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হলেন।

এ কারণে আমি তা'লিম (পাঠদান) সর্বোপ্রথম জরুরী মনে করি, যা নবী (ﷺ) করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল তা'লিমই বলছিনা, কিন্তু কেন? অর্থাৎ আমি তা'লিম শব্দটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। উম্মাতের তা'লিম তো দ্বীনি কাজ। অথচ উম্মাতের এমন অনেক বিষয় তা'লিমের অন্তভুক্ত হয়েছে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সেগুলো ইসলামকে কেবল বিকৃতই করে। এমনকি ঐ সমস্ত বিষয়কেও ধ্বংস করে যা সহীহ ইসলামের অধীনে অর্জিত হত। সুতরাং ইসলামের দিকে দাওয়াত দাতাগণের জন্য ওয়াজিব হল, ঐ বিষয়ের দ্বারা শুরু করা যা নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. তাসফিয়্যাহ ঃ ঐ সমস্ত বিষয় থেকে ইসলামকে পবিত্র করা যা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তার পবিত্র-পরিচ্ছন্ন সত্তাকে কলুসিত করেছে। যার সম্পর্কে কেবল ফুরু'য়ী (শাখা/প্রশাখাগত) ও ইখতিলাফী (মতপার্থক্য) মাসায়েলই নয়, বরং আক্বীদাকেও বিপর্যস্ত করেছে।

---

২৭. সুরা আহযাব ঃ আয়াত ২১।

২. তারবিয়্যাহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) ঃ পূর্বোক্ত তাসফিয়্যাহ'র (পবিত্র / সংস্কার-সংশোধনের) সাথে অপর জড়িত বিষয়টি হল তারবিয়্যাহ। অর্থাৎ যুবকদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

আমরা যখন বর্তমান যামানার ইসলামী আন্দোলনগুলোকে বিগত ১০০ বছরের পর্যালোচনার চোখে দেখি, তখন তাদের দ্বারা ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার ছাড়া আর কোন ফায়দাই খুঁজে পাই না। কেউ কেউ নিরপরাধ প্রাণগুলোর রক্তপাত করেছে, অথচ কোন ফায়দাই অর্জিত হয় নি। পূর্বোক্ত কথাগুলোর সারাংশ হল, আমরা কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী আক্বীদা শ্রবণ করছি, যাদের দাবী হল, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছি।

এমন উদ্দেশেই আমরা একটি বাক্য উল্লেখ করছি যা তাদেরই কোন দাওয়াতদাতার উদ্ধৃতি। যে ব্যাপারে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল, তাদের অনুসারীরা এটাকেই বাধ্যতামুলক বানিয়ে নেবে এবং সেই লেবাসেই/পরিচয়ে নিজেদেরকে প্রকাশ করবে। বাক্যাটি হল :

أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم-

"নিজেদের ক্বলবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা, যা তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের যমীনের উপর তা ক্বায়েম করবেন কেননা, যদি কোন মুসলিমের আক্বীদা কুরআন ও সুন্নাহ-র আলোকে সহীহ হয়ে যায় তখন তার ইবাদত, আখলাক্ব, ব্যবহার প্রভৃতি নিজের পক্ষ থেকেই সংশোধিত হতে থাকে।

কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত লোক উক্ত ব্যাক্যের দাবীর উপর আমল করে না। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েমের পক্ষে আওয়াজ তুলে যাচ্ছে। তাদের প্রতি যেন কবির কবিতার এই অংশটি খুবই প্রযোজ্য ঃ

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس-

"তুমি নাজাতের আকাঙ্খা কর অথচ তুমি সে পথ পাওনি ।
জেনে রাখ ! নৌকা কখনো শুকনা স্থানে চলে না"।
আশা করি প্রশ্নের উত্তরে এতটুকুই যথেষ্ট .....।
আল্লাহই সর্বোচ্চ সাহায্যকারী।

পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া জিহাদ বৈধ কি?

এই অংশটি 'ফাতওয়া আল-বানী থেকে সঙ্কলিত। যখন মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর কাছে জিহাদের ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি এর জবাবে যে আলোচনা করেন তা বাণীবদ্ধ (কেসেট) করা হয়। এখানে সেটাই উদ্বৃত হল [ইন্টারনেট থেকে]।

জবাব ঃ হে আমার ভায়েরা! জিহাদের যথাযথ গুরুত্বদান পূর্বক বলছি যে, এ মুহূর্ত এবং পূর্ববর্তী সময়ে এর হুকুম ফরযে আইন। কেননা বর্তমানের চলতি সমস্যা একক ভাবে বসনিয়ার সমস্যা নয়, যা মুসলিম যুবকদের আবেগকে দোলা দিয়েছে। কারণ, আমাদের নিকটেই রয়েছে প্রতিবেশী ইহুদী গোষ্ঠী, যারা ফিলিস্তিন দখল করে আছে। তাছাড়া এমন একটিও মুসলিম দেশ নেই যারা নীতিগত ভাবে তাদের সহযোগিতা ছাড়া জিহাদী কার্যক্রম চালাতে পারে। এমনকি কেই বা কোন একজন ইসলামী ভুখণ্ডের প্রেসিডেন্টও তাদেরকে উচ্ছেদ করার কথা বলতে পারে না?

আর এ কারণেই জিহাদ ফরযে আইন। কেননা, অনেক মুসলিম দেশই পূর্বে থেকে এবং বর্তমানেও কাফিরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এ জাতীয় দখলদারিত্ব মুসলিমদের নিকট গোপনীয় নয়। এমনকি যদিওবা তারা মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তত্ত্বাবদায়ক গোষ্ঠী, ইসলামী দল, উপদল বা দেশই হোক না কেন।

কিন্তু জিহাদের কতগুলো স্তর ও শর্ত আছে। আমরা (মুসলিম উলামা) বিশ্বাস করি, ফরয জিহাদ কেবল সে সমস্ত মুসলিমদের উপরই ফরয যারা কাফিরদের মোকাবেলায় আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত ফরয দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। সাথে সাথে যা কাফিরদের দখলদারিত্বে রয়েছে তা থেকে সংগতভাবে তাদের উচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

এটা এমন একটি বিষয় যার দলীল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নতুন ভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। এমনকি এ বিষয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও কোন দ্বিমত নেই যে, যখন কোন মুসলিম অঞ্চল (কাফিরদের) দখলে যায়, তখন সে দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করাটা ফরযে আইন, সুতরাং কিভাবে এ দখলদারিত্ব থেকে ঐ অঞ্চলসমূহকে মুক্ত করা যাবে?

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমি বলতে চাই, এই জিহাদ ফরয বরং ফরযে আইন- এর দাবী একক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, এমনকি কিছু ইসলামী দলের প্রচেষ্টায়ও নয়। কেননা এ জিহাদ বিশেষভাবে আমাদের বর্তমান সময়ে যা অসংখ্য যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে তা বিশেষ কোন দল বা দলসমূহের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কিন্তু এ ফরয দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রতি বর্তায়, বিশেষ করে ঐ সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্র যাদের পর্যাপ্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আছে এবং পরস্পরকে জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করবে। কিন্তু আফসোস! এ সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে বিষয়টি বাস্তাবায়নের সামান্যতম উদ্যোগও নেই।

সম্ভবত এ কারণেই জিহাদের এ কর্মকাণ্ডটি পালনে বিভিন্ন ইসলামী দল ও উপদল নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। অথচ কুফরী শক্তির ক্রমবর্ধমান আক্রমাণের মোকাবেলায় তারা কখনই যোগ্য নয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষপটে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তা থেকে এ বাস্তবতায় লক্ষ্যণীয় যে, কোন মুসলিম দল যখন এ ব্যাপারে চেষ্টা চালায়। কিংবা আগ্রাসী শক্তির মোকাবেলায় যুদ্ধ করে (যেমন

আফগানিস্তান) অথবা মুসলিম শাসকের সুস্পষ্ট কুফরের কারণে লড়াই করা (যেমন আলজেরিয়া) এ সবই দুভার্গজনক ভাবে স্বতন্ত্র একক জিহাদ বা দলীয় জিহাদে পরিণত হয় এবং প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত হয়। আর এ সবই প্রমাণ দেয়, আল্লাহ তা'আলা সকল ক্ষমতার মালিক।

সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি, এ জিহাদ কখনই ইসলামী কর্তৃত্বাধীন হওয়া ছাড়া এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম দলগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এমনকি জিহাদ বিষয়টি একটি অঞ্চল বা একটি কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে না। এছাড়া তাক্বওয়ার বিষয়টি উপস্থিত থাকাও খুবই জরুরী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়গুলো নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। এগুলো মুসলিমদের ভালভাবেই জানা থাকলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এসবের আমল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে।

আমি আমার কথাগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করার চেষ্ট করছি। এরপরও এটা উল্লেখ করতে চাই যে, দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিমদের আজকের এ অবস্থা বিরাজমান। এই লজ্জাজনক, লাঞ্ছনাকর ও কলঙ্কিত পরিস্থিতি ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় না।

তাহলে কি এটা মুসলিমদের কুরআনের এই আয়াতের বিস্মৃতি যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (দ্বীনের) সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন"।[২৮]

কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সাহায্য তখনই পাবে যখন তারা শরী'আতী আইন সত্যিকার ভাবে প্রণয়নে সাহায্যকারী হবে। দুভাগ্যজনক ভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশ কিংবা একক ভাবে কোন মুসলিম দেশেরও এ ব্যাপারে কোন অনুভূতি নেই। আর তাদের মধ্যকার যে সমস্ত দেশে আংশিক ভাবে আল্লাহর আইনের অনুসরণ হয় তারাও আজ পর্যন্ত জিহাদের ডাক দেয়নি।

আর এ কারণের জাতীয়ভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে মুসলিমগণ দুর্বল হতে থাকবে, যতক্ষন না কোন মুসলিম দেশ জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে। আর এই জিহাদ যা দ্বারা যুদ্ধের আহবান করা হয় তা নিকটবর্তীদের উপর বর্তায়। তাদের উপর নয় যারা অনেক দূরে অবস্থান করে। মুসলিমদের জন্য, তাদের দেশের জন্য, দল-উপদল এবং স্বতন্ত্রিকতার জন্য যদি তারা জিহাদকে প্রতিবেশী বা নিকটতম হিসাবে শুরু করতে না পারে; তাহলে দূর-দূরান্তে অবস্থিতদের জন্য সে জিহাদ বাস্তবায়ন করা কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ সোমালিয়া, বসনিয়া এবং চেচনিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়।[২৯]

আর এ কারণেই সর্বপ্রথম মুসলিম যুবকদের এককভাবে এবং দল ও উপদলের মাধ্যমে সঠিক ইসলাম নিজেদের দেশে প্রচার করা উচিত। দ্বিতীয়ত শাসকগণ-

---

২৮. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৭।

২৯. আলোচ্য ফাতাওয়া দানের মুহূর্তে উক্ত অঞ্চলগুলোই বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছিল।- (অনুবাদক)

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী জনগণের মধ্যে তার বিধান বাস্তবায়ন করবে। শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন ও নির্দেশ জারী করবেন। তেমনি এককভাবেও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাস্তবায়ন করবেন।...... আমি জানি এ সময়ে এককভাবে, দল ও উপদল পর্যায়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। যদিও এটা কেবলমাত্র শাসকের জন্যে প্রযোজ্য। কারণ মুসলিম দেশগুলো থেকে এমন সমস্ত সরকারের সৃষ্টি হয়েছে.... যাদের (অধীনস্ত) মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নবী (ﷺ)-এর দুটি হাদীস খুবই প্রণিধান যোগ্য।

১. রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بَالْعَيْنَةِ فَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْقَبَرِ وَرَضِيْتُمْ بَالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلْطَاللهُ عَلَيْكُمْ ذلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْزِعُوْا إِلَي دِيْنِكُمْ–

"যখন তোমরা ঈনা ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আকড়ে ধরবে এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যে, যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষন আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না"।[৩০]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

يُوْشِكُ الأُمَمُ أَنْ عَنْ تَدَاعِيْ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِيْ الأَكَلَةُ إِلَي قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةَ نَحْنُ يَوْمَئِذ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذ كَثِيْرٌ، وَلَكِنَّكُمْ، وَلَكِنْكُمْ غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِ عَنَّ اللهُ مَنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمْ الْوَهَنَ، قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ المَوْتِ–

"অচিরের অন্যান্য জাতি তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে যেমন লোভী পেটুকেরা খাবার পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এমনটি হবে? তিনি বললেন, না। বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক সংখ্যাক হবে কিন্তু তোমাদের সংখ্যা হবে খড়-কুটার মত। আল্লাহ তোমাদের দুশমনের আতঙ্ক থেকে তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতার সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অলসতার সৃষ্টি হবে কেন? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি মহব্বত আর মৃত্যুকে অপছন্দ (ভয়) করার কারণে।"[৩১]

নবী (ﷺ)-এর হাদীসে উল্লেখিত পরিস্থিতিগুলো প্রত্যেক মুসলিম সমাজেই প্রকাশিত হয়েছে। তারা এতটাই হীন অবস্থায় রয়েছে যে, এই লাঞ্ছনাকর অবস্থা

---

৩০. আবু দাউদ-কিতাবুল বুয়ূ باب في النهي عن العينة। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবু দাউদ হা/৩৪৬২]। (অনুবাদক)

৩১. আবু দাউদ, মিশকাত ৯/৫১৩৭; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন- মিশকাত ৩/১৪৭৫পৃঃ।

মুসলিমদের থেকে শুরু করে শাসকদের অন্তরকেও গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে প্রত্যেক স্বতন্ত্রভাবে (পাপের) অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান কার্যকরী নেই। আর যদি তাদের মধ্যকার কোন একজনও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের দাবী করে, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান যে কার্যকরী নেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে জিহাদের আহবান না করার উদ্যোগকে উপস্থাপন করা যায়।

সুতরাং এ সময় যদি আল্লাহর পথে জিহাদ ফরয হওয়ার উপযুক্ত সময় না হয়, যখন অনেক মুসলিম রাষ্ট্র আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে- তাহলে আর কখন জিহাদ ফরয হবে?

এখন এই সমস্যাটিই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে- এমন কি কেউ নেই যে এই জিহাদের দায়িত্ব নিতে পারে? কিন্তু কেন- কারণ আমরা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত, বিভিন্নভাবে বিভক্ত, বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। আমরা জানি যে একটি ব্যাপারেই আমাদের এ দূর্বলতা ও পরাজয়, আর তাহলে নিজেদের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা বা অনৈক্য।

আমরা সাম্প্রতিক সময়ে অত্যান্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিরি সম্মুখীন হই- আর তাহলে আফগান জিহাদ সম্পর্কিত। যেখানে আমরা আশা করেছিলাম এর ফলাফল মুসলিমদের একটি বিজয়ে পরিণত হবে। এমনকি সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। অতঃপর চুড়ান্ত ফলাফল সম্পূর্ণ এর বিপরীত লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শত্রুর উপর বিজয়ের পূর্বাভাসের শুরু থেকেই। কমিউনিস্টগণ পরিস্থিতি হ্রাস করণে উপজাতীয় কোন্দলে সাতটি গ্রুপকে বিভক্ত করে। কেননা তারা লক্ষ্য করল যে, তাদের দ্বীন ইসলাম তাদেরকে এ থেকে দূরে রাখবে না। অথচ আমাদের প্রতি নির্দেশ হলঃ

مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ.

"যারা নিজেদের দ্বীনে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল"।[৩২]

সুতরাং যে জিহাদের জন্যে মনস্থির করে, তার জন্যে জিহাদের দাবী এবং বিজয় অর্জনের শর্তগুলো জেনে নেয়া জরুরী। অথচ দুর্ভাগ্যজনক যে, বিষয়টি এ মুহূর্তে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"আর আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে"।[৩৩]

৩২. সূরা রূম, আয়াতঃ ৩২।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে, দলীয় ও উপদলীয়ভাবে সমস্ত মুসলিমকে আহবান করছি- তারা যেন ঐ সমস্ত সরকারের বিরুদ্ধে কথা না বলে যারা নিজেদেরকে সংশোধন ও সঠিক ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত রেখেছে। সাথে সাথে ঐ সব ভেজাল বিষয় থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করে মুসলিমদের নিকট নির্ভেজাল ইসলাম উপস্থাপন করছে।

যখন এ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এবং বৃহৎ ইসলামী অঞ্চলগুলোতে এসব বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হচ্ছে- তখন সামনের দিনগুলোতে জিহাদের ফরযে আইন বাস্তবায়নের চিহ্নও প্রকাশ পাবে।

এ সমস্ত দুঃচিন্তার মুলে কেবল এটাই যে, অনেক মুসলিম রাষ্ট্র কাফিরদের আগ্রাসী হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। যেমন- বসনিয়া ও চেচনিয়া...। কিন্তু এক্ষেত্রে যুদ্ধাপোকরণ হিসাবে তাদের কি আছে? কে তাদের ইমাম বা নেতা? কে তাদের একক কর্তৃত্ব ও একটি পতাকার নিচে একত্রিত করে নেতৃত্ব দিবে? যদি তাদের কোন একক নেতৃত্ব থাকতো, তাহলে আমার আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে যেভাবে আশা করেছিলাম এদের ক্ষেত্রেও নাই একই ফল পেতাম (আগ্রাসনের মোকাবেলায় বিজয়)!!

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

"আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্যে যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং অন্য এমনসব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিন না। কিন্তু আল্লাহ চিনেন।[৩৪]

কোথায় এই প্রস্তুতি? আর কে এই প্রস্তুতির জন্যে যোগ্য? সে কি বিচ্ছিন্ন কোন প্রচেষ্টা? নাকি কোন রাষ্ট্রের সরকারের প্রচেষ্টা?... জি, হ্যাঁ সেটা হলো রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা। আর এটা বলা আমাদের জন্যে সহজ যে, একটি রাষ্ট্র প্রর্যাপ্ত অর্থ এই প্রচেষ্টার পিছনে খরচ করতে পারে।... অথচ মুসলিমদের শত্রু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ প্রস্তুতি নিয়েছে।.... এ কারণে যদিও মুসলিমরা কাফিরদের মোকাবেলায় জিহাদের উদ্দ্যোগ নেয়, কিন্তু অতি শিঘ্রই তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তাদের মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র শত্রুদের কাছ থেকে কেনা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সুতরাং শত্রুদের জিহাদের অস্ত্র সামগ্রী কিনে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া আদৌ সম্ভবপর কি?

---

৩৩. সূরা রা'দঃ আয়াত ১১।
৩৪. সূরা আনফাল, আয়াতঃ ৬০

এটা অসম্ভব? আর এ কারণেই অস্ত্র সামগ্রী যথাযথভাবে নিজেদের তৈরী করতে হবে, যা পূর্বোক্ত আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ইসলামী দেশগুলো কখনই জিহাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, কেননা তারা তাদেরকে ধ্বংসকারী শত্রু দেশগুলো থেকে অস্ত্র কিনে থাকে। আর যতক্ষণ এ সমস্ত অস্ত্র সন্তোসজনকভাবে কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার যথাযথ পথের আবিস্কার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্কিত জিহাদ অসম্ভব। এ কারণে আমি আমার বক্তব্যে কুরআনে উল্লেখিত নির্দেশ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত করতে চাই। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

"আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমান শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্যে যোগাড় করে রাখো"।[৩৫]

এ সম্মোধনটি ছিল নবী (ﷺ)-এর সাহাবাদের উদ্দেশ্যে। অতঃপর এ আয়াতের আম দাবীটি আম (সকল) মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে এটি সাহাবাদের জন্যে প্রযোজ্য। কেননা, তারা একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর এ নির্দেশ পান। যার মূলে ছিল আত্মিক ও নৈতিক প্রস্তুতি এবং যা ছিল পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিপূর্ণ। তাছাড়া সম্পুণরূপে নবী (ﷺ)–এর হাতে শিক্ষালাভ করে তাঁরই একনিষ্ঠ অনুগত ও দুনিয়াবী যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছিলেন।

ইতিহাসও এটা দাবী করে যে....। সুতরাং যদি মুসলিম জাতি নিজেদেরকে অনুরূপ ভাবে গড়তে পারে তাহলে এই দুনিয়াবী যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হবে। আমরা পৃথিবীর বুকে এমন কোন মুসলিম গোষ্ঠী দেখি না যারা দু'টি বিষয় (১) তাসফিয়াহ (সংস্কার সংশোধন) ও (২) তারবিয়াহ (শিক্ষা/প্রশিক্ষণ)-এ নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে।

এর বিপরীতে আমরা নিজেদের বিক্ষিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। যদি কোথাও এমন কোন দল এবং তাদের ইমাম (নেতা) থাকত যার প্রতি সমস্ত মুসলিমের আনুগত্য থাকত এবং সে জিহাদের ঝান্ডা কাফিরদের মোকাবেলায় উড্ডীন করতো!! অথচ এর কোন অস্তিত্বই নেই। আর এ কারণেই আমরা এ আহবান করি যে, এগুলোই পবিত্র জিহাদের ভিত্তি।

বর্তমানে সাধারণ মানুষের আবেগের পিছনে কোন রকমই আত্মিক জিহাদের উপলব্দির কার্যকারিতা নেই। অথচ সেটাই সঠিক ইসলামের দাবী। সাথে সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অতঃপর তাদের উপর কর্তৃত্বকারী একজন নেতা- যিনি তাদের যথাযথ শক্তি ও অস্ত্র অর্জনে প্রস্তুত করবেন। যদি আমরা এমন দিন পাই তাহলে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ের স্বাদ নিতে পারবে। "আল্লাহর তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে।" আর এটাই আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তর।

---

৩৫. সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০।

শায়েখ আলবানী ও জিহাদ গ্রুপের বিতর্ক

(এটি শায়েখ আলবানী (রা.) ও জিহাদ গ্রুপের মধ্যকার একটি বিতর্ক। যা থেকে জিহাদের পূর্বশর্ত গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে- ইনশাআল্লাহ।)

জিহাদ গ্রুপ ঃ এ ব্যাপারে আমাদের কোন সংশয় নেই যে, আপনি শতাব্দীতে যারা সালফে সালেহীনদের পথে দাওয়াত দেন তাদের মধ্যে প্রথম সারির বরং প্রথমত গবেষক আলেম। আমাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সালফে সালেহীনদের পথের অনুসারীগণ জিহাদের বিষয়ে অনাগ্রহী। আমরা জিহাদের জন্যে লোকদেরকে দু'টি শর্তে আহবান করি। ১. কেবল আল্লাহর জন্যে নিজেকে কুরবানী করার সহীহ নিয়ত, এবং ২. ইসলামী পতাকার তলে জিহাদ করা। যাহোক আমরা দ্বিধান্বিত মুসলিম যুবকদেরকে অপর কিছু শর্ত উল্লেখ করতে শুনেছি, যা তারা আপনার থেকে বর্ণনা করে। অথচ তা আমরা হাদীস থেকে পাইনি। শর্তগুলোর মধ্যে আছে- (ক) ইসলামী জ্ঞান (শিক্ষা ও সংস্কার- তাসফিয়াহ ওয়া তারবিয়াহ) এবং (খ) খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র থাকা। আমরা এর শর্তগুলো সালাফী পথের অনুসারী অনেক ভায়ের কাছ থেকে শুনেছি। আর ইনশাআল্লাহ আমরা নিজেরাও তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা সেই পথের অনুসারী। আমাদের প্রশ্ন হলঃ এই শর্তগুলোর কোন প্রমাণ সুন্নাহতে আছে কি? নাকি এটা কেবল বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ইজতিহাদ বা শর্তারোপ? ***জিহাদের পূর্বে কি আমাদেরকে এই শর্তের দিকে দাওয়াত দিতে হবে?***

আলবানীঃ প্রথমে আমরা সবাই এ বিষয়টি পর্যালোচনা করার ব্যাপারে রাজী যে, আপনাদের দাওয়াতের ধরনটা কি?

জিহাদী গ্রুপঃ আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে বলছি।

আলবানীঃ এখন আপনাদের দাওয়াত ব্যাখ্যা করুন। আপনাদের প্রশ্ন অসম্পূর্ণ। আমি জানতে চাই আপনাদের দাওয়াত কিসের?

জিহাদী গ্রুপঃ আমাদের দাওয়াত সুস্পষ্ট। জিহাদের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো আমরা উল্লেখ করছি। ১. সহীহ নিয়ত। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বানীকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদ করে, সে প্রকৃত আল্লাহর পথের মুজাহিদ।"[৩৬]

২. ইসলামী পতাকার তলে জিহাদ করা। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْ إِلَي عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

৩৬. সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, আত-তারগীব ওয়াত তারগীব {ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২/৩৪২ পৃঃ।

"যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্যে ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করে অথবা গোত্রের সাহয্যার্থে যুদ্ধ করে। যদি সে তাতে নিহত হয় সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।"[৩৭]

আলবানী ঃ আচ্ছ, জিহাদের জন্যে আমাদের আমীরের প্রয়োজন আছে কি?

জিহাদী গ্রুপ ঃ না।

আলবানী ঃ তাহলে তো আমরা একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খলিত জিহাদ করি?

জিহাদী গ্রুপ ঃ না..... কিন্তু

আলবানী ঃ তাছাড়া আপনাদের প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। এ শর্তটি তো সব ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যা আমরা পালন করে থাকি। আপনাদের দ্বিতীয় শর্তটি হলো, ইসলামী পতাকাতলে জিহাদ করা। আপনারা কি আমীর ছাড়া জিহাদের কল্পনা করেন? কিভাবে আমাদের ইসলামী পতাকা হতে পারে ঐ পতাকার অধিকারী আমীর ছাড়া?

জিহাদী গ্রুপ ঃ আমরা এ পদ্ধতিতে জিহাদ করতে পারি যে, একজন মুসলিম কোন কাফির শত্রু পরক্ষীয় নেতার কাছে গেল এবং তাকে হত্যা করল।

আলবানী ঃ কিন্তু আমরা তো কথা বলছি জামা'আতী (দলীয়) জিহাদ সম্পর্কে, ইসলামী পতাকার তলে অনুষ্ঠিত জিহাদ সম্পর্কে। এটা একক কোন ব্যক্তির জিহাদ না জামা'আতী জিহাদ? তাছাড়া একদল মুসলিম জিহাদ ত্যাগ করেছে। তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কি কোন আমীর প্রয়োজন আছে?

জিহাদী গ্রুপ ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। একদল মুসলিম যারা ভ্রমণ করে বেড়ায় কিংবা যারা জিহাদ ত্যাগ করেছে তাদের জন্যে আমীর প্রয়োজন। তাছাড়া যখন একদল কিংবা ৩ জনের অধিক মুসলিম জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় তাদের জন্যে আমীর প্রয়োজন।

আলবানী ঃ তাহলে কেন আপনারা এটাকে একটি শর্ত হিসাবে গণ্য করছেন না?

জিহাদী গ্রুপঃ ঠিক আছে, এটাকে আমাদের তৃতীয় শর্ত হিসাবে গণ্য করে নিন।

আলবানী ঃ আচ্ছা, ফরযে আইন জিহাদের জন্যে আমাদের কি একক জামা'আতের প্রয়োজন নাকি এটা বিচ্ছিন্নভাবে একক উদ্যোগে করা যেতে পারে?

জিহাদী গ্রুপ ঃ এটা তো আরেকটি বিষয়।

আলবানীঃ কিন্তু এটা তো উত্তর হলো না।

জিহাদী গ্রুপ ঃ আচ্ছা কেন এটার প্রয়োজন?

আলবানী ঃ আমরা বলেছি, জিহাদ দু'ভাবে বিভক্ত। ১. ফরযে কিফায়াহ্- যা মুসলিমদের একটি দল করবে। যদি একটি দল করে তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের এ ব্যাপারে পরকালে জবাবদিহিতা নেই। এ জাতীয় জিহাদ বিচ্ছিন্নভাবে নিজ উদ্যোগে করা যেতে পারে। ২. ফরযে আইন- যা প্রত্যেক মুসলিমই সুনির্দিষ্ট

---

৩৭. সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত [এমদাদিয়া] ৭/৩৫০০।

এলাকাতে করবে। এ জাতীয় জিহাদের জন্যে আমাদের কি একজন আমীর প্রয়োজন নেই- যিনি মুসলিমদেরকে নেতৃত্ব দেবেন?

জিহাদী গ্রুপ ঃ জি হ্যাঁ, আমাদের একজন মুসলিম আমীরের প্রয়োজন। আমরা যুদ্ধ করি বা না-ই করি উভয় ক্ষেত্রেই।

আলবানী ঃ খুব ভাল। আমরা পুনরায় বলতে চাচ্ছি এখানে আমীর বলতে খলিফাতুল মুসলিমীন।

জিহাদী গ্রুপ ঃ না, খলিফা নয়।

আলবানীঃ কেন? খলিফা বলাটা কি বিপজ্জনক?

জিহাদী গ্রুপ ঃ জি হ্যাঁ, অবশ্যই। এর অর্থ দ্বারাই আমরা গাছ লাগানোরা পূর্বেই ফল খেতে চাই।

আলবানী ঃ বরং আমি বলছি- আপনাদের কাজগুলোই এমন। আপনারা বলেছেন জিহাদের ব্যাপারে সমস্ত মুসলিমদের নেতৃত্বের জন্য একজন আমীর প্রয়োজন। অথচ সেই একই পরিস্থিতিতে আপনারা খলিফা চান না! আপনার কি এটাই চান না?

জিহাদী গ্রুপ ঃ হ্যাঁ, এটাই।

আলবানীঃ ঠিক আছে, তাহলে সেই আমীর কোথায়? কে সেই জন? আমাদের কি একাধিক আমীর থাকতে পারে? আমরা এ পরিস্থিতিতে পূর্বের আলোচনায় রাজী হতে পারি, কোথায় আমাদের সেই কাঙ্খিত আমীর? আমরা দাবী করছি, আমাদের একজন আমীর প্রয়োজন যে জিহাদী গ্রুপকে নেতৃত্ব দেবে অথচ তিনি খলিফা হবেন না। আমাদের কোনটি প্রথমে প্রয়োজন, আমীর না জিহাদ? এ প্রশ্নটি অনেকটা এমন যে, আমরা আযানের পূর্বে কি সালাত পড়ব না পরে? কোনটি প্রথমে?

[কিছুক্ষণ চারদিকে হৈ হুল্লোড় শুরু হল]

জিহাদী গ্রুপ ঃ জি, আমাদের ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ শুরুর পূর্বে আমীর প্রয়োজন।

আলবানী ঃ যথার্থ সিদ্ধান্ত। তাহলে আমরা একজন আমীরের দাবীকে প্রাধান্য দেব না জিহাদের দাবীকে?

জিহাদী গ্রুপ ঃ আসলে দু'টিই দাবী সমান।

আলবানী ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা কেবল এ ব্যাপারে একমত হয়েছি - ফরযে আইন জিহাদের জন্য এই জিহাদ শুরুর পূর্বেই আমাদের একজন আমীর প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আমরা প্রথমে আমীর মনোনয়ন করব না জিহাদের ডাক দিব? এই দল এবং সবধরণের জামা'আতের আমীর প্রয়োজন। এ জাতীয় জিহাদের জন্য প্রথমে আমাদের আমীর নির্বাচনের প্রয়োজন। সেই আমীর-ই মুজাহিদদেরকে আহবান করবেন এবং কাউকে একদিকে পাঠাবেন অপরকে অন্যদিকে।

জিহাদী গ্রুপ ঃ !! ঠিক আছে, যদি একদল মুসলিম কুরআনে জিহাদের ব্যাপারে পাঠ করে এবং করতে চায়- তখনতো জিহাদের জন্যে একত্রিত হবে এবং একজন আমীর মনোনিত/নির্বাচন করবে।

আলবানী ঃ হে ভাই! আপনারা যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতো ফরযে কিফায়াহ জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন মুসলিমদের একটি ছোট দলের জন্যে একত্রিত হওয়া ও জিহাদের জন্যে অগ্রগামী হওয়াটাই নিয়ম। কিন্তু ফরযে আইন জিহাদের জন্যে আমাদের সমস্ত মুসলিমদেরকে দরকার। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কি হবে, এ ধরনের জিহাদের জন্যে যদি না তাদের ঐক্যমত্যের আমীর না থাকে? আমি মুজাহিদীন কোন গ্রুপের মধ্যেই এ ধরণের কোন আমীর দেখছি না। কেন আপনারা সে ধরণের আমীরের ব্যাপারে আহবান জানান না?

জিহাদী গ্রুপ ঃ ঠিক আছে, তাহলে এ ধরনের আমীরের ব্যাপারে আমাদেরকে আহবান করুন।

আলবানী ঃ এখন বলুন আপনাদের মতে এ আমীরের কি ধরণের গুণাবলী থাকা জরুরী।

জিহাদী গ্রুপ ঃ বিশেষ কিছু গুণাবলী।

আলবানী ঃ আপনারা কি সে ধরনের গুণাবলীর আমীর দেখছেন?

জিহাদী গ্রুপ ঃ হ্যাঁ, অনেক।

আলবানী ঃ কোথায়?

জিহাদী গ্রুপ ঃ বিভিন্ন স্থানে।

আলবানী ঃ আমরা বলছি বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কেবল একজনই আমীর থাকবে। সুতরাং কিভাবে আমাদের একাধিক আমীর হবে?

জিহাদী গ্রুপ ঃ ......[চারদিকে হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে]

আলবানী ঃ আপনারা হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রা.)-এর সেই হাদীস কি জানেন? তখন তিনি নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ—

"সে সময় যদি কোন মুসলিম জামা'আত ও ইমাম না থাকে"?

তখন নবী (ﷺ) বলেন,

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعُضَّ بَاصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّي يُدْرِكَ الْمَوْتَ وَأَنْتَ عَلَي ذَلِكَ—

"তখন তুমি ঐ সমস্ত ফিরক্বাকে পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড়ে আশ্রয় নিতে হয়, আর তুমি তখন নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।"

এখন বল, এই হাদীসটি কি জিহাদের জন্যে একজন আমীরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে না অন্য কিছু?

জিহাদী গ্রুপঃ আমাদের এই আলোচনায় এই হাদীসটির দাবী কি?

আলবানীঃ হুযায়ফাহ (রা.) কি? নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন নি, যখন অনেক দাওয়াত দাতা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দাওয়াত দিবে তখন আমরা কি করব? তখন নবী (ﷺ) বলেছেন, জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আকড়ে থাকবে। যদি কোন ইমাম না থাকে তাহলে সমস্ত ফিরক্বাগুলোকে ত্যাগ করবে। এ জামানায় কি সেই দাবী পুরণের সময় হয়েছে? এমন অনেকে কি আছে না যারা নিজেদেরেকে মুসলিম বলে দাবী করে অথচ জাহান্নামের দিকে আহবান করে? এখন কি খলীফা অনুপস্থিত নন?

জিহাদী গ্রুপ ঃ আমরা এক্ষেত্রে একটি হাদীস আলোচনার জন্যে উপস্থাপন করছি, আর তা হলো ঃ

"আমার উম্মাতের একদল সর্বদা হক্বের উপর থেকে লড়াইরত থাকবে। যারা তাদের সহযোগিতা করবে না কিংবা লাঞ্ছিত করতে চাইবে, তাদেরকে তারা কোন তোয়াক্কাই করবে না।" (সহীহ মুসলিম)

আলবানী ঃ এ হাদীসটি আমাদের আলোচনায় কি প্রয়োজন? আমরা তো জিহাদের আহবানকে আস্বীকার করছি না। আমরা একমত যে, আজকে জিহাদ ফরযে আইন। আমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অমিল হলো জিহাদের পূর্বে খলীফা জরুরী কি না; আমরা সকলে একমত যে, জিহাদ ফরযে আইন আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? আমাদের দ্বন্দ্ব হলো, এই জিহাদ শুরু করার পূর্বে খলীফার প্রয়োজন আছে কি?

জিহাদী গ্রুপ ঃ ঠিক আছে।

আলবানী ঃ লক্ষ্য করুন, নবী (ﷺ) হুযায়ফা (রা.)-কে বললেন, জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাক। আমি মনে করি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ হাদীসটি খুবই পরিপূরক।

জিহাদী গ্রুপ ঃ সত্যিই তাই.....

আলবানী ঃ সাথে সাথে নবী (ﷺ) এটাও বলেছেন যে, "যদি মুসলিমদের কোন ইমাম ও জামা'আত না থাকে, তাহলে সবগুলো ফিরক্বাকে ছেড়ে দাও"। সুতরাং এখন আমরা কি করব?

জিহাদী গ্রুপ ঃ ঠিক আছে, আমরা জামা'তুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামের অনুসন্ধানে থাকব।

আলবানী ঃ এই বিষয়ের দিকেই আমরা আহবান জানাচ্ছি। জিহাদ এখন ফরয। কিন্তু এ মুহূর্তটি জিহাদের শর্তগুলো পূরণের ক্ষেত্রে পরিপূরক নয়। প্রথমে আমাদের ইমামের প্রয়োজন। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর কথানুযায়ী আমরা তাকে আঁকড়ে থাকব।

জিহাদী গ্রুপ ঃ আমরা কিভাবে বুঝবো যে, আমরা তৎক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে পারব না যতক্ষণ না এর জন্যে প্রয়োজনীয় শর্ত অর্থাৎ খলীফা না পাব?

আলবানী ঃ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে 'যদি মুসলিমদের কোন ইমাম না থাকে, তাহলে সমস্ত ফিরক্বগুলোকে ত্যাগ করবে'। আর আমরা পূর্বেই বলেছি

ফরযে আইন জিহাদ সমস্ত মুসলিমদের একক জামা'আত ও ইমামের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন হবে। যদি মুসলিমদের কোন ইমাম না থাকে তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে ত্যাগ করবে??? আমরা এ বিষয়ে তর্ক করছি, যে ব্যাপারে পূর্বেই একমত হয়েছি। ইসলাম অনুযায়ী আমাদের কেবলমাত্র একটি ব্যানার, একটি জামা'আত ও একজন ইমাম হবেন। ফরযে আইন জিহাদের জন্যে আমাদের এই শর্তটি পূরণ করা জরুরী।

জিহাদী গ্রুপ ঃ ....

আলবানী ঃ এখন আমি এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চাই যে, এই ফরযে আইন জিহাদের জন্যে কেবল একজন আমীর নয় বরং খলীফা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে হুযায়ফা (রা.)-এর দলীলটি প্রয়োজন। আপনারা জানেন যে, ক্ষেত্র বিশেষ দলীলের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা থাকতে পারে। আসুন! এব্যাপারে আমরা একজন শায়েখ কর্তৃক তার ছাত্রের সামনে এ হাদীসটির উপদেশ ও প্রয়োগ উপস্থাপন করব? শায়েখ বলেন ঃ মুসলিমদের ইমামকে আঁকড়ে থাক। ছাত্রটি বলল ঃ মুসলিমদের কোন খলিফা নেই। তাই শায়েখ বললেন ঃ সমস্ত দল থেকে দূরে থাক। এই ছাত্রটি তার শিক্ষকের অনুগত, আর শায়েখ এক্ষেত্রে নবী (ﷺ)-এর নির্দেশের অনুসরণ করছেন। ছাত্রটি কি করবে? সে কি নিজের জীবন কোন উপত্যকায় অতিবাহিত করবে। এবং ছাগলের দেখা-শোন করবে, কিংবা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকবে। তাহলে জিহাদ থাকলো কোথায়? যদি জিহাদ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে শায়েখ তাকে জিহাদ করতে বলতেন, এবং বিভিন্ন দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বলতেন না। এখন এখানে কি কোন জিহাদ আছে? যেহেতু এখানে কোন ইমাম নেই, সুতরাং কোন জিহাদও নেই। ক্বাতি' (সুস্পষ্ট) দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, জিহাদ অবশ্যই একজন ইমাম বা খলীফার তত্বাবধানে সংঘটিত হতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, অনেক ইলম অর্জনে ব্যস্ত ছাত্ররা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, অনেক দল আফগান ও সিরিয়াতে লড়াইরত আছে বা ছিল। এরা যদি জিহাদ করতে চায় তবে অবশ্যই একজন আমীরের নেতৃত্ব মানতে হবে। এর অর্থ কখনও এটা নয় যে, আফগানীরা সিরিয়াতে জিহাদ করবে এবং সিরিয়ানরা আফগানে। এর দাবী হল, উভয়েই একজন খলীফা বা ইমামের তত্বাবধানে থাকবে। যদি একক কোন ইমাম এবং একক কোন দল না থাকে (এর অর্থ এটা নয় যে, দু'টি জিহাদী দল। বরং এর দাবী হল একক ইমামের অধিনস্ত ঐক্যবদ্ধ একটি দল। একক মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে একের অধিক জিহাদরত অবস্থান হতে পারে), সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বনিয়ন্ত্রিত হয়। (কিন্তু এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে) ফরযে আইন জিহাদের জন্যে মুসলিমদের ঐক্য ওয়াজিব। আর এই ঐক্যের জন্যে প্রয়োজন একজন খলীফা। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের প্রয়োজন তাসফিয়াহ (সংস্কার) ও তারবিয়াহ (শিক্ষা/প্রশিক্ষণ) এই মুহূর্তে আমরা জিহাদ করতে পারছি না।

আপনারা বলেছেন যে, জিহাদে অসংখ্য দল রয়েছে। অথচ এই দলগুলো আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশটি অমান্য করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ–

"পরস্পরে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।"[৩৮]

আজ আমরা প্রবাহিত অনেক নদীর মত, তুমি কি বিভেদপূর্ণ দলগুলোর বৈধতার স্বীকৃতি দিতে চাও?

জিহাদী গ্রুপ ঃ কিন্তু কিভাবে, তাসফিয়াহ (সংস্কার) ও তারবিয়াহ (শিক্ষা/প্রশিক্ষণ), এর মাধ্যমে খলীফা আসবে?

আলবানী ঃ ইতিহাসেই এই প্রমাণ আছে। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকে নবী (ﷺ)-কে তাদের আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। আমাদের নবী (ﷺ) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের প্রথমার্ধ দাওয়াতেই সময় কাটান, আর তিনি জিহাদের (ক্বিতাল বা যুদ্ধের) মাধ্যমে তা শুরু করেন নি। নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবাদেরকে প্রথম ইলম শেখান। যেমন তিনি শেখাতেন, সত্য (ইসলাম) বলার ব্যাপারে ভীত হবে না। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ইসলামী বিষয়াদিও শেখাতেন। আমরা জানি যে, আমাদের আজকের অবস্থা তেমনটি নেই যে পরিস্থিতিতে নিচের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ–

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।"[৩৯]

আজকের পরিস্থিতি (বিদায়ী হাজ্জের সময়কার থেকে) অনেক আলাদা। যার ফলে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনেক যোগ-বিয়োগের দাবী স্বাভাবিক।[৪০]

আপনারা কি এ ব্যাপারে একমত?

জিহাদী গ্রুপঃ জি হ্যাঁ, আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু অসংখ্য কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় জিহাদ একটি ফরজ কাজ।

আলবানীঃ আমি তো এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু হে ভাই! প্রশ্ন হল: আমরা কোথা থেকে শুরু করব? আমার দাওয়াত হল, এই জিহাদ করার জন্যে আমাদের আমীর প্রয়োজন। আর আমীর পাওয়ার জন্যে আমাদের তাসফিয়াহ (সংস্কার) ও তারবিয়াহ (শিক্ষা/প্রশিক্ষণ) - এর কাজ করতে হবে। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, হুযায়ফাহ (রা.)-এর হাদিসের আলোকে আমাদের প্রথমে কোন কাজ দরকার, জিহাদ না আমীর?

জিহাদী গ্রুপ ঃ কেউ কি তাসফিয়াহ ও তারবিয়াহ'র পূর্বে জিহাদের আহ্বান করেছে?

---

৩৮. সূরা আনফাল, আয়াতঃ ৪৬।

৩৯. সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৩।

৪০. কেননা, তখন মুসলিমরা ছিল বিজয়ী, পক্ষান্তরে এখন তাদের উপর অন্যরা বিজয়ী।

আলবানী ঃ আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাকে বলুন, যখন মুসলিমদের ঐক্যমত্যের খলীফা থাকবে না তখন তারা কি করবে?

জিহাদী গ্রুপ ঃ আলী এবং মু'আবিয়া (রা.)-এর সময় কি হয়েছিল?

আলবানীঃ আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন- আলী (রা.) সঠিক ছিলেন এবং মু'আবিয়াহ (রা.) ভুল ছিলেন?

জিহাদী গ্রুপ ঃ না..... কিন্তু

আলবানী ঃ না কিন্তু! তখন কতজন খলীফা ছিলেন?

[কিছুক্ষণ পর্যলোচনার পর]

জিহাদী গ্রুপ ঃ ঠিক আছে; ঠিক আছে একজনই ছিল।

একজন শ্রোতা ঃ শায়েখ উন্মুক্ত মনে বলছি, আলোচনা যে পর্যায়ে পৌছেছে তার অবস্থা হল- যদি কেউ তার নিয়ত ও মনকে নিষ্কলুশ করতে না পারে তবে সে কখনই বুঝতে পারবে না।

আলবানী ঃ নিশ্চয় এটা একটি ভাল উপদেশ। আমরা এমন একটি সময় অতিবাহিত করছি যখন মানুষের চরিত্রের মারাত্মক একটি দিক হল, প্রত্যেকেই কেবল নিজের মতকে পছন্দ করে। আজকাল যারা কুরআনের কিছুটা জেনেছে কিংবা আহকাম ও হাদীসের কিছুটা শিখেছে- তারা মনে করেছে যে নিজেরা আলেম হয়ে গেছে। অথচ তারা ত্রুটি ছাড়া একটি হাদীসও পড়তে পারবে না। তা সত্ত্বেও সে সব ব্যাপারে বিতর্কে জড়াতে চায়।......

জিহাদী গ্রুপ ঃ ....[বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করল]....

আলবানী ঃ আলোচনার সময় চলে গেছে। আমি আমার ভাইদেরকে উপদেশ দিতে চাই। ইলম অর্জনে নিয়োজিত ছাত্রদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা এমন দাওয়াতী কাজে অংশ নিবে না যা ভয়াবহ গোমরাহীর মুখে সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করবে। সে অবশ্যই চূড়ান্ত প্রয়োগের পূর্বে দাওয়াতটি পরীক্ষা করবে। মুসলিম যুবকের একটি ভয়ানক বদভ্যাস হল, তারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নেককারদের পর্যালোচনার প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আমি মুসলিমদেরকে বিশেষভাবে জিহাদে জড়িত দলগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করার উপদেশ জানাচ্ছি। কোন সন্দেহ ছাড়াই জিহাদ ইসলামের গর্ব এবং একটি স্তম্ভ। কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত যা ইনশাআল্লাহ সবাই জানেনা কিন্তু জিহাদের রয়েছে শর্ত এবং পূর্ব প্রস্তুতি। এর প্রধানতম শর্ত হল, এ সমস্ত দলগুলো নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহর আহকামের মধ্যে সমর্পণ করবে। এই দাবী পূরণের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ইলম চর্চা ও সংস্কার করা প্রয়োজন। এর জন্যে ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং প্রচারকেরও প্রয়োজন - যেভাবে নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। আমরা বিশেষ ভাবে বলতে চাই মুজাহিদ দলগুলো মুসলিমদের প্রতি জিহাদের ডাক দেয় ফলে মুসলিমরাও তাতে শরীক হয়। কিন্তু যখন তার যুদ্ধের ময়দানে শরীক হয় তখন দেখতে পাই অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে

ইসলামের মুল বিষয় যেমন - ঈমান, আক্বীদা প্রভৃতিতে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। এ লোকেরা কিভাবে জিহাদের ময়দানে যায় যখন তারা জানেই না যে আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কি কি ফরয??? হে আমার ভাইয়েরা! আমাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করুন, জিহাদ বিষয়টি (বিতর্ক করার জন্যে) পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়টি পর্যালোচনার বিষয় যে, এর শুরু হবে কিভাবে? প্রথম কাজটি হল, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- আর তা হল (সমস্ত মুসলিমদের একজন) খলীফা। কেননা আমীরের অস্তিত্ব এবং আমি যে শর্তের (ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণার) কথা বলেছি তার অস্তিত্ব যদি তাদের মধ্যে না থাকে - তাহলে তার পরস্পরের মোকাবেলায় দাঁড়াবে এবং যুদ্ধ শুরু করবে। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং পরস্পরকে বুঝার অনুভূতি থাকতে হবে। অতঃপর আমি সমস্ত মুসলিমকে উপদেশ দিচ্ছি যে, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামেন (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটির[৪১] দাবী অনুযায়ী আমল করুন। প্রত্যেক ফিরক্বাকে পরিত্যাগ

---

৪১. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةً أَنْ يَدْرُكَنِيْ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ " . قُلْتُ : وَمَا دخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِمِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا " . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا " . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ " . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ : " يَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهِدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ إِنْسٍ " . قَالَ حُذَيْفَةَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الأَمِيْرُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ "

অনুবাদ ঃ হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, লোকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট ভালোর বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করতাম-এ কারণে যে, আমি তাতে লিপ্ত না হয়ে পড়ি হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম দান করলেন। তবে কি এ কল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে! তবে তা হবে ধূয়াটে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে ধূয়া কি ধরণের? তিনি বললেন, লোকজন আমার সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে অন্য রীতি-নীতি গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে দিয়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। সে সময় তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় রকম কাজই দেখতে পাবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে কতক আহব্বানকারী লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাদেরকে আহ্বানকারীরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দান করম্নন। তিনি বললেন, তারা তোমাদের মতই মানুষ হবে এবং তোমাদেরই মত কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে জামানায় পৌছলে তখন আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তখন তুমি জাম'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, ঐ সময় যদি কোন মুসলিমদের জাম'আত এবং ইমাম না থাকে, তাহলে কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি সকল

করুন এবং একা হলেও (হক্বের উপর) থাকুন। এর দাবী এটা নয় যে, বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। এর অর্থ এটাই নয় যে, কোন দলের সাথে যুক্ত হতেই হবে। তুমি নিজে কিছু করতে পার, সমস্ত মুসলিমদের জন্যে যা তোমার ইলম অনুযায়ী কল্যাণকর। এটি একটি সতর্কবাণী এবং সমস্ত মু'মিনের জন্যে লাভজনক সতর্কতা।

ফিরকাকে পরিত্যাগ করবে, তোমাকে কোন গাছের শিকড়ে আশ্রয় নিতে হলেও এবং তুমি তখন তোমার মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনতা অবলম্বন করে থাকবে।

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতক ইমাম ও শাসকের আর্বিভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত ও রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কতক লোকের আর্বিভাব ঘটবে, যারা আকার-আকৃতিতে এবং চেহারা-ছুরতে তোমাদের মতই মানুষ হবে; কিন্তু তাদের অন্তরগুলো হবে শয়তানের অন্তরের মত। হোযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে যামানায় আমি পৌছলে তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার শাসকের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। যদিও তারা তোমাকে প্রকাশ্যে প্রহার করে ও তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম, আরবী মিশকাত হা/৫৩৮২, বাংলা মিশকাত মীনা বুক হাউস পৃষ্ঠা-৭৫৩; হাদীস-৫১৪৯)

ই.সি.এস পরিচিতি

জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS) ২০০১ সাল থেকে সিলেট জেলায় প্রধানতঃ সিলেট শহরে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক আকিদা ও আমল এর শিক্ষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ

১। সেন্টারে সাপ্তাহিক ইসলামিক স্ট্যাডিজ ক্লাস
২। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা/সেমিনার অনুষ্ঠান
৩। Open Discussion
৪। ফ্রি লিফলেট/বই/নিউজ লেটার/বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরন
৫। ডিজিট্যাল কফারেন্স এর আয়োজন
৬। গনসচেতনতা মূলক ওয়ার্কসপ
৭। সিডি/ভিসিডি প্রকাশনা
৮। রিলিফ বিতরন

বিগত দিনে আমাদের কার্যক্রমঃ

১। ইসলামিক স্ট্যাডিজ ক্লাসঃ

সেন্টারে প্রতি বুধবার বাদ মাগরিব ইসলামিক স্ট্যাডিজ ক্লাস হয়। ইতিমধ্যে আমরা সফলভাবে সমাপ্ত করেছি নিম্নলিখিত বই সমূহঃ (ক) কিতাবুত তাওহীদ মূলঃ শায়খ সালেহ আল ফাওযান আল ফাওযান, (খ) ইমাম আবু হানিফা (রহ) রচিত ফিকহুল আকবর, (গ) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) রচিত অসিয়াতুল কুবরা, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) রচিত আক্বীদাতুল ওয়াসেতিয়া ও সুনানে ইবনে মাজাহ এর জ্বাল হাদীস সমূহ প্রমুখ।

২। আলোচনা/সেমিনারঃ

ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন বিষয় এর উপর সিলেট শহরের বিভিন্ন হোটেল ও সেমিনার হল -এ আলোচনা/সেমিনার অনুষ্ঠার করেছি। কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ (১) আল-কুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি (২) কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব (৩) সিয়াম এর ফজিলত (৪) ফিকহুস সিয়াম (৫) মুসলিম ঐক্য (৬) প্রচলিত জ্বাল হাদীস এবং মানব জীবনে এর কুপ্রভাব (৭) ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব (৮) ইবাদত কবুলের শর্তাবলী (৯) হক্ব গ্রহনে বাধা সমূহ ....ইত্যাদি।

৩। Open Discussion:

শহরের আম্বরখানাস্থ এম্প্যায়ার রেষ্টুরেন্ট -এ ইংরেজী ভাষায় ইসলামিক কালচার এর উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শহরের বিভিন্ন কলেজ-ইউনির্ভাসিটি ছাত্র ও শিক্ষক সহ বহু সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এ অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী আলোচকগন অংশ গ্রহণ করেন।

৪। ফ্রি লিফলেট/বই বিতরণঃ

আমরা বহু লিফলেট ও বই ফ্রি বিতরণ করেছি যথাঃ (১) আক্বীদা বিষয়ক ৫৪টি প্রশ্নের উত্তর (২) আক্বীদা সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ (৩) তাবিজ ও ঝাড় ফুকের বিধান (৪) প্রচলিত নামাজ বনাম রাসূল (সাঃ)-এর নামাজ (৫) রাসূলের ছালাত (৬) মুনাজাত (৭) আমীন বিল জাহের (৮) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাতুত তারাবীহ (৯) ইসরা ও মিরাজ (১০) মাতৃভাষায় জুম্মার খুৎবা (১১) কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবেবরাত .....ইত্যাদি।

৫। বই প্রকাশনাঃ

আমাদের প্রকাশিত বই সমূহ হচ্ছে- (১) শিরক কি ও কেন? লেখক-ড. মুজাম্মিল আলী মাদানী (২) তোমার রব কে? লেখক- মোঃ আবু তাহের (৩) মাসনুন দো'আ ও নামাজ শিক্ষা লেখক-মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম (৪) রাসূলের ছালাত লেখক- আব্দুছ ছবুর চৌধুরী....ইত্যাদি।

এছাড়াও আমাদের পৃষ্টপোষকতায় বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয় যথাঃ (১) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব (রহঃ) রচিত কিতাবুত তাওহীদ, প্রকাশক-আল নুর লাইব্রেরী (২) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) রচিত 'মহা উপদেশ' প্রকাশক-সালাফী রিসার্চ ফাউণ্ডেশন (৩) আলকুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি লেখক- মোঃ আবু তাহের (৪) সোনামণিদের ইসলাম শিক্ষা লেখক- মোঃ আবু তাহের.....ইত্যাদি

৬। ডিজিট্যাল কন্‌ফারেন্স ঃ

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এ বিশ্ব বরেণ্য ইসলামি ব্যক্তিত্বদের আলোচনা সমূহ প্রজেক্টর এর মাধ্যমে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহঃ (১) উপশহর ই-বক্ল মাঠ (২) কানিশাইল প্রাইমারী স্কুল মাঠ (৩) বাগবাড়ী এতিম স্কুল রোড সংলগ্ন মাঠ (৪) পাঠানটুলা শ্রাবনী আ/এ মাঠ (৫) গোলাপগঞ্জ থানার বারকোট (৬) মিরের ময়দান (৭) হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ পৌরসভা হাই স্কুল মাঠ (৮) গোলাপগঞ্জ

থানার পশ্চিম বারকোটস্থ জামিটিকি বাজারে আল-বায়তুল জান্নাহ কমপ্লেক্স....ইত্যাদি।

৭। গণসচেতনতা মূলক ওয়ার্কসপঃ

আমরা হেল্‌থ এন্ড সেফটি বিষয়ে দুই দিন ব্যাপী ওয়ার্কসপ এর আয়োজন করেছিলাম। সিলেট এর বিভিন্ন শ্রেণীর/পেশার ৫৮ (আটান্ন) জন ডেলিগেট অংশ গ্রহণ করেন। PSDI (Professional Skills Development Institute) এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় উত্তীর্ণদের উঈঝ এর পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৮। সিডি/ভিসিডি প্রকাশনাঃ

আমরা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শায়খদের বক্তব্যের সিডি/ভিসিডি প্রকাশ ও বিতরণ করে আসছি। যথাঃ (১) মতিউর রহমান মাদানী (২) হারুন হোসাইন (৩) আজমল হোসাইন মাদানী (৪) আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ (৫) সাইফুদ্দীন বেলাল (৬) মুহাম্মদ হাসেম মাদানী (৭) মোহাম্মদ বশির উদ্দিন (৮) মুহাম্মদ রশিদ.......প্রমুখ।

৯। রিলিফ বিতরণঃ

জাতীয় ও আঞ্চলিক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমরা ইমারজেন্সী রিলিফ রিতরন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে থাকি। ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্থ মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছি। যথাঃ (১) বিভিন্ন বণ্যায় সিলেট জেলার বিভিন্ন থানায় বিশেষ করে কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও গোয়াইঘাট উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ (২) শীতার্থ মানবতার পাশে শীতবস্ত্র বিতরন ....ইত্যাদি।

কিউসেট মেথড পরিচিতি

কিউসেট মেথড হলো সবার পক্ষে সহজে আল-কুরআন বুঝার বিশ্বের প্রথম পদ্ধতি।

এতে রয়েছে চারটি কোর্স। যথা :

- প্রাথমিক কোর্স: তুলনামূলক আরবী ভাষা উচ্চারণ শিক্ষা
- মাধ্যমিক কোর্স: আলকুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা
- উচ্চমাধ্যমিক কোর্স: আলকুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা
- উচ্চতর কোর্স: হাদীসের আলোকে উচ্চতর আরবী ভাষা শিক্ষা

কেননা, আল-কুরআনের আলোকে বিশ্ব মানবতাকে ৬টি অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা:

১. নিরক্ষর
২. তেলাওয়াত জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু অর্থ জ্ঞান শূণ্য
৩. আল কুরআনের আংশিক জ্ঞান সম্পন্ন
৪. আল কুরআনের জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু ইংরেজী ভাষা জ্ঞান শূণ্য
৫. আল কুরআনের জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ
৬. আল কুরআন, ইংরেজী, আরবী ও মাতৃভাষা জ্ঞান সম্পন্ন

৬ষ্ঠ অবস্থা ব্যতীত আলকুরআন বোঝা ও বোঝানোর এবং আধুনিক আরবী ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আমি পাঁচটি সমস্যা মনে করি। এই পাঁচটি সমস্যা থেকে জাতিকে উত্তরনের জন্যে উপরোক্ত চারটি কোর্সের আবিস্কার।
নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম সমস্যা : নিরক্ষর

নিরক্ষর হলো যারা কুরআন পড়তে জানেন না। কুরআনের অর্থ ও ভাব বুঝেন না।

বিশ্ব ব্যবস্থা :

আল-কুরআনের ক্ষেত্রে নিরক্ষর লোকদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী আল-কুরআন শিক্ষাদানের অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী, বেসরকারী, সংস্থা ও সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত কাজ করে যাচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরনে বিশ্বব্যাপী আল কুরআন শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা প্রধানত ২টি মাধ্যম পাব। (ক) আরবী কায়িদার মাধ্যমে শিক্ষা (খ) স্ব স্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

(ক) আরবী কায়িদার মাধ্যমে শিক্ষা :

আরবী কায়িদাহ প্রধানত দু'ধরনের পাওয়া যায়। যথা :

(১) আলকুরআন ও আরবী উচ্চারণ শেখার জন্যে যথেষ্ট উপযোগী নয়।

(২) আলকুরআন শিক্ষার জন্যে উপযোগী কিন্তু হারাকাত বিহীন আরবী পড়ার জন্যে উপযোগী নয়।

(খ) স্বস্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা:

স্বস্ব ভাষার মাধ্যমে আরবী উচ্চারণ শিখতে গিয়ে মানুষ ভুল উচ্চারণ শিখছেন। অপর দিকে আরবী বর্ণমালার মধ্যে অন্য বর্ণমালার অনুপ্রবেশ, মূল আরবী এবং কুরআনের তাজবীদ এর মধ্যে অন্য ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন ভারত উপমহাদেশে আজ ও উর্দু ও ফার্সী বর্ণের মাখরাজ অনুযায়ী আরবী শেখানো হয় এবং সাধারণ মানুষ ঐ ভাবেই আলকুরআন পড়ে থাকেন। আর এটি নিঃসন্দেহে ভুল। এটি সব ভাষারক্ষেত্রে। যেমন: কোন ইংরেজীভাষী যদি ইংরেজীর মাধ্যমে বাংলা জানতে চান তাহলে তিনি অবশ্যই বাংলা বর্ণের পরিবর্তন করবেন। যথা: 'তুমি কেমন আছ' এটির ইংরেজী উচ্চারণ হবে 'টুমি কেমন আছো'। এ রকম ভুল আলকুরআনের ক্ষেত্রে মারাত্মক পাপ।

সমাধান :

উপরোক্ত সমস্যার সমাধান কল্পে ছহীহভাবে আলকুরআন পড়া ও হারকাত বিহীন আরবী বিশুদ্ধভাবে পাঠ করার লক্ষ্যে আমার উদ্ভাবিত কোর্স হলো-

"তুলনামূলক আরবী ভাষা উচ্চারণ শিক্ষা"

পদ্ধতি বিন্যাস:

এতে রয়েছে

১. তুলনামূলক আরবী, ইংরেজী ও বাংলা বর্ণমালা পরিচিতি।
২. তুলনামূলক তিন ভাষার মাখরাজ বা Phonetics বিশ্লেষণ।
৩. হারাকাত বিহীন আল-কুরআনের আয়াত, হাদীস ও আরবী বই পড়ার নিয়মাবলী।

বৈশিষ্ট্যাবলী:

- ◈ অল্প সময়ে সহীহভাবে আল-কুরআন পাঠ শিক্ষা দেওয়া।
- ◈ প্রয়োজনীয় কিছু সুরা সহীহভাবে মুখস্থ করানো।
- ◈ প্রয়োজনীয় দুআ শিক্ষা দেওয়া।
- ◈ সৌদি আরবের স্টাইলে হাতের লেখা শেখানো।
- ◈ হারাকাত (যের, যাবার, পেশ) বিহীন আরবী শুদ্ধভাবে পড়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

✪ **যাদের জন্যে:** শিশু-কিশোর, বয়স্ক, সকল পেশা ও শ্রেণীর পুরুষ/মহিলাদের জন্যে।

২য় সমস্যা : তেলাওয়াত জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু অর্থ জ্ঞান শূন্য :

দ্বিতীয় সমস্যা হলো, এ স্তরের মানুষ তিলাওয়াত জানলেও অর্থ জানেন না। এর মধ্যে শামিল রয়েছেন বিশ্বের অধিকাংশ তীক্ষ্মধী সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। কারণ, তেলাওয়াত শেখার পরে যারা মাদ্রাসায় যাননি, তারা সবাই আটকে পড়েছেন এই স্তরে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগ সমূহের শিক্ষকবৃন্দ, সরকারী, বেসরকারী অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও অফিসারবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীসহ অগণিত সাধারণ মানুষ আটকে রয়েছেন এ জায়গায়।

বিশ্ব ব্যবস্থা :

এ স্তরের লোকদের আল কুরআনের অর্থ শিখানোর জন্যে বিশ্বব্যাপী কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। সরকারী, বেসরকারী, সামাজিক সংগঠন, ইসলামী সংস্থা, ইসলামী সংগঠনসহ কেউ অদ্যাবধি এই সেক্টরে কাজ করার জন্যে যথার্থভাবে এগিয়ে আসেননি। ফলে এই উন্নত বিবেক সম্পন্ন মানুষগণ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ অতিবাহিত করছেন। অথচ তারা আলকুরআনের অর্থ শিখতে পারেননি।

সমাধান

এই স্তরে আমি কাজ করতে চাই। পৃথিবীর এসব উন্নত বিবেকগুলোকে আলকুরআনের জ্ঞানে আলোকিত করতে চাই। এজন্যে আমার উদ্ভাবিত কোর্স হলো:

আলকুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা

বৈশিষ্ট্যাবলী:

◈ ৪০টি ক্লাশে সম্পূর্ণ আল-কুরআনের অর্থ বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
◈ দাখিল থেকে কামিল ও আরবী এবং ইসলামী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
◈ অনর্গল আরবীতে কথা বলার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
◈ আলকুরআনের মৌলিক শব্দভান্ডার (Vocabulary) শিক্ষা দেওয়া।
◈ আরবী ও বাংলা ভাষায় গবেষণা, প্রবন্ধ ও বই লেখা শিক্ষা দেওয়া।
◈ আরবী ও বাংলা ভাষায় বিষয় ভিত্তিক খুতবা ও বক্তৃতা শিক্ষা দেওয়া।
◈ আরবী ভাষায় পরীক্ষার নোট তৈরীর যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

➤ পদ্ধতি বিন্যাস:

এতে ৪০টি ক্লাশ রয়েছে। প্রতি ক্লাসে রয়েছে:

১ম: **আলকুরআনের শব্দভান্ডার** (Vocabulary):
এতে আল কুরআনের মূল শব্দগুলো নেয়া হয়েছে। সেগুলোকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
(ক) Non Verb বিশেষ্য (اسم), (খ) Verb ক্রিয়ামূল (مصدر)

২য়: **সহজ নিয়মাবলী:** এতে আরবী কথোপকথনের ও ভাষা শিক্ষার সহজ নিয়মাবলী রয়েছে।

৩য়: **অনুশীলনী:** এতে ক্লাসে পঠিত আলকুরআনের শব্দাবলী ও সহজ নিয়মাবলীর আধুনিক প্রয়োগ রয়েছে ।

✪ যাদের জন্যে:

যারা প্রথম কোর্স সম্পন্ন করেছেন।
যাদের সহীহ ভাবে আল-কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা আছে।
যারা আল কুরআন হিফজ করেছেন।

যারা মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেও আরবীতে কথা বলতে পারেন না, তাদের জন্যে।

৩য় ও ৪র্থ সমস্যা: আলকুরআনের আংশিক ও পুর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু ইংরেজী ভাষা জ্ঞান শূন্য

এরা হলেন তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মুসলিম বিশ্বের উজ্জল নক্ষত্র। তারপরও তাদের ক্যারিয়ার আল-কুরআনের জন্যে আরো উন্নত হওয়া দরকার। আধুনিক আরবী ভাষায় তাদের অধিকাংশের যথার্থ দখল নেই। দখল নেই ইংরেজী ভাষায়ও। ফলে সমাজে তাদের অবস্থান খুবই নিম্নমানের। অনেকেই তাদেরকে প্রায় কাজে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকেন। বার মাসে তেরবার মসজিদের চাকুরী বাতিলসহ নানা ধরণের সামাজিক কষ্ট সহ্য করে তাদের জীবন যাপন করতে হয়।

বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থাপনা:

আলিমদের যুগোপযোগী যোগ্যতাবৃদ্ধি ও সামাজিকভাবে উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত করার বিশ্বব্যাপী বহু ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। আলিমদের উপরোক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে আরবীর পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের বিকল্প নেই। অথচ এ ক্ষেত্রে আলিমদের উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি।

সমাধান:

আলিম সমাজের উপরোক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম পন্থা আরবী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা। আলিম সমাজসহ জাতিকে আল-কুরআন বুঝার যোগ্য ও আধুনিক ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে আমার উদ্ভাবন হলো।

"আলকুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা"

বৈশিষ্ট্যাবলী:

- ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ আল-কুরআন বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- অনর্গল আরবী ও ইংরেজীতে কথা বলার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- একই সময়ে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় তুলনামুলক ব্যাকরণ জ্ঞান লাভ করা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আলিম সমাজকে বিভিন্ন কর্ম সংস্থানে চাকুরী, বিবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গঠন করা।

➢ পদ্ধতি বিন্যাস:

এতে ৪০টি ক্লাশ রয়েছে। প্রতি ক্লাসে রয়েছে:

১ম: আলকুরআনের শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)।

এতে আল কুরআনের মূল শব্দগুলো নেয়া হয়েছে। সেগুলোকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) Non Verb বিশেষ্য (اسم), (খ) Verb ক্রিয়ামূল (مصدر)

২য়: সহজ নিয়মাবলী:

এতে রয়েছে তুলনামূলক আরবী ও ইংরেজী কথোপকথনের উভয় ভাষা শিক্ষার সহজ নিয়মাবলী।

৩য়: অনুশীলনী:

এতে ক্লাসে পঠিত আলকুরআনের শব্দাবলী ও সহজ নিয়মাবলীর আধুনিক প্রয়োগ রয়েছে ।

✪ যাদের জন্যে:

✷ যারা প্রথম ও দ্বিতীয় কোর্স সমাপ্ত করেছন।

✷ যারা আরবী বুঝেন কিন্তু ইংরেজী বুঝেন না।

✷ যারা ১৭ বছর আলিয়া মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১৪ বছর কাওমী মাদ্রাসায় পড়ে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারেন না, তাদের জন্যে।

৫ম সমস্যা : আল কুরআনের জ্ঞান সম্পন্ন ও হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ:

আমাদের সমাজে অনেকে রয়েছেন যারা কুরআন বুঝেন অথচ হাদীস সর্ম্পকে অবহিত নন। বিশেষ করে হাদীসের মান সর্ম্পকে জানেন না।

বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থাপনা:

হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্যে বিশ্বব্যাপী নানা ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে অসংখ্য মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু হাদীস এর ইলমকে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। অথচ হাদীসের জ্ঞান ব্যতীত কুরআন এর জ্ঞান সঠিক হবে না। তাই কুরআন যেমন সকল মানুষের জন্যে তেমনি হাদীসও সকল মানুষের জন্যে। কারণ, কুরআনের ব্যাখ্যাই হলো হাদীস।

সমাধান :

জাতির এ কঠিন সমস্যা সমাধানে আমি কুরআনের মতই মৌলিক শব্দ ধরে হাদীস এর উপর সংক্ষিপ্ত কোর্স উদ্ভাবন করেছি। সেটি হলো :

"হাদীসের আলোকে উচ্চতর আরবী ভাষা শিক্ষা"

বৈশিষ্ট্যাবলী:

◈ বিশ্বে বিদ্যমান সকল হাদীস এর বইসমূহ সম্পের্কে জানা, পড়া এবং বুঝার যোগ্যতা অর্জন করা।

◈ হাদীসের মৌলিক শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার আলোকে উচ্চতর আরবী কথোপকথনের যোগ্যতা অর্জন করা।

◈ হাদীস বিজ্ঞান এর পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

◈ আসমাউর রিজাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

◈ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে হাদীস শিক্ষার জ্ঞান লাভ করা।

◈ সহজ পদ্ধতিতে হাদীসের মান (ছহীহ, দ্বয়ীফ ও জাল হাদীস) নির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জন করা।

➢ পদ্ধতি বিন্যাস:

এতে রয়েছে ৪০টি ক্লাশ। প্রতিটি ক্লাশ নিম্নরূপ:

১ম: হাদীসের শব্দাবলী ও তার ব্যবহার:

হাদিসের শব্দাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) Non Verb বিশেষ্য (اسم)

(খ) Verb ক্রিয়ামূল (مصدر)

২য়: সহজ নিয়মাবলী:

এই সহজ নিয়মে রয়েছে হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষা।

৩য়: অনুশীলনী:

এতে রয়েছে হাদীসের শব্দাবলী ও সহজ নিয়মের পরীক্ষামূলক ব্যবহার।

✪ যাদের জন্যে :

✷ যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোর্স সমাপ্ত করেছেন।

✷ যারা দাওরাহ, কামিল ও ইসলামী বিষয়ে এম.এ পাশ করেছেন।

হে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসু

আমরা যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে গভীর ভাবে তাকাই তাহলে দেখতে পাব আমাদের সামনে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা খোলা আছে।

(১) সাধারণ শিক্ষা

(২) আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা

(৩) কাউমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা

উপরোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘ ১৬ বছর লেখাপড়া করে এম, এ, কামিল, ও দাওরা পাশ করতে হয়। তারপর ও অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী ইংরেজী কিংবা আরবীতে কথোপকথনে পারদর্শী হন না। অনেকে দীর্ঘ সময় মাদ্‌রাসায় পড়েও পূর্ণাঙ্গ আলকুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন না। উপরোক্ত কোর্স সমাপ্ত করলে আপনি যেমন আরবীতে কথা বলতে পারবেন, তেমিন আল কুরআনের কোন শব্দটি কোন ছিগার, কোনটিতে পেশ, যের ও যাবার দিতে হবে তা দিতে আপনি সক্ষম হবেন। পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনুবাদ করে আল কুরআনের মূল ম্যাসেজটি বুঝতে সক্ষম হবেন ।

মাওলানা মোঃ আবু তাহের রচিত প্রকাশনী সমগ্রী

কুরআনিক ষ্টাডিজ (কিউসেট মেথড)

১. আল কুরআনের আলোকে আধুনিক আবরী ভাষা শিক্ষা ২. আল কুরআনের মৌলিক শব্দাবলী ৩. মাসাদিরুল কুরআন ৪. কুরআনের বিশেষ্যাবলী ৫. কুরআনের সম্মিলিত শব্দাবলী। ৬. আলকুরআন কোষ ৭. আরবী পড়া শিক্ষা

হাদীস

১. মিশকাতুল মাসাবীহ এর জাল হাদীসসমূহ ২. সুনানি ইবনি মাযাহঃ সহীহ যঈফ বিশ্লেষন ৩. মাসায়েলে সহীহ আল-বুখারী ৪. বাংলাদেশে প্রচলিত জাল হাদীস ও সমাজ জীবনে এর কুপ্রভাব ৫. সুনানি আরবা এর জাল হাদীসসমূহ

অনুবাদ

১. কুরআনুল কারীমঃ সহজ বাংলা অনুবাদ ২. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছলিহ ফাওযান আলফাওযান ৩. মহা উপদেশ- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ৪. আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়া ৫. মুসলিম কি? মুলঃ সুলতান আল মাসুমী আলমাক্কী ৬. হিসনুল মুসলিম- ৭. ফিকহুল আকবর

জীবনী

১. শায়খ নাছির উদ্দীন আলবানী: হাদীস চর্চায় তার অবদান ২. কারাগার নয় ঈমানী পরীক্ষা

তাওহীদ

তোমার রব কে?

রাজনীতি

ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন

ছোটদের

সোনামনিদের ইসলাম শিক্ষা (সিরিজ-১-২)

অর্থনীতি

ইসলামে আয় বৃদ্ধির উপায়

আল-ফিকহুল ইসলামী

১. সহীহ সালাত ও দু'আ শিক্ষা ২. হাজ্জ শিক্ষা ৩. আত্বরক্ষা (দৈন্দিন জীবনের দূআ শিক্ষা) ৪. ইসলামে শবেবরাত ৫. ধৈর্য সাফল্যের মেরুদণ্ড

ইসলামের প্রতিরক্ষা

ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা ও সমাজ জীবনে এর কুপ্রভাব (সিরিজ)

গবেষণামূলক প্রবন্ধ

১. ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের গুণাবলী ২. বিশ্ব সভ্যতা ও ইসলামে নারীর মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা ৩. ওমর বিন আব্দুল আজীজ ঃ হাদীস সংরক্ষণে তার অবদান ৪. কারা নির্যাতনে ইউসুফ (আ.) ৫. জালিমের পরিণতি ৬. সন্ত্রাস প্রতিরোধে শবেবরাতের ভূমিকা

FITNATUT
TAKFIR

FITNATUT TAKFIR

Shaikh Nasiruddin al-Albaanee

ECS
Education Center Sylhet